বন্দীর বন্দনা

ও

অন্যান্য কবিতা

বন্দীর বন্দনা

বুদ্ধদেব বসু

ডি, এম্, লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৩০
দ্বিতীয় ,, : ,, ১৯৪০
তৃতীয ,, : আগষ্ট, ১৯৪৭

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা

শ্রী অজিত দত্ত—

কবিকে।

বুদ্ধদেব বসু

'বন্দীর বন্দনা'র এই সংস্করণে 'ক্ষণিকা' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' নামে দুটি কবিতা ও গুনতিতে ষোলটি সনেট নতুন যোগ করা হ'লো। বইয়ের পাতায়, কোনো-কোনোটি ছাপার অক্ষরে, নতুন দেখা দিলেও রচনার তারিখ হিসেবে এরা পুরোনো, ১৯২৬ থেকে '২৯এর মধ্যে লেখা, অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির সমসাময়িক। ব্যতিক্রম শুধু 'বিবাহ', যেটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ ও আমার 'যেদিন ফুটলো কমল' নামক উপন্যাসে প্রথম ছাপা হয়। 'প্রেম ও প্রাণ,' 'কোনো অভিনেত্রীর প্রতি' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' ইতিপূর্বে অন্য কোথাও ছাপা হয়নি।

'বন্দীর বন্দনা'র কোনো-কোনো কবিতা প্রথম যে-সব পত্রিকায় বেরোয় আজ তাদের উল্লেখ হয়তো অবান্তর হবে না। 'শাপভ্রষ্ট' ও 'বন্দীর বন্দনা' 'কল্লোলে,' 'ক্ষণিকা,' 'কোনো বন্ধু-র প্রতি,' 'মানুষ,' 'অপর্ণার শত্রু,' 'বিজয়িনী' ও 'পরাজিতা' 'প্রগতি'তে ও 'মোরা তাব গান রচি' 'মহাকালে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই তিনটি পত্রিকাই বহুদিন লুপ্ত।

আমার বন্ধু শ্রী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রথম সংস্করণের মলাট-চিত্র এঁকে বইখানার মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন, এবারেও তিনি মলাটের জন্য নতুন ছবি এঁকে দিলেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সহকর্মিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা
১৯৪০

বুদ্ধদেব বসু

সূচীপত্র

সনেটগুচ্ছ

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণ-রেণু সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণ-প্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাত-সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী।
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নি-শিখা করিছে অর্পণ :
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্ন-সুধা মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত-শিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল

নিত্য-নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে,
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ,
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।
আমি শুক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুম-গন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে,
দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকাব।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'যে যেন লাগে,
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার:
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

শাপভ্রষ্ট

শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মত
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্মর
প্রেম-গুঞ্জনের মত কী অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ-পবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'যে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ-তলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি, অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির-সোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহ-সৌধখানি,
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি' তারে আকাশের অকূল আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ!

বন্দীর বন্দনা

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন্ স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথ-প্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়-গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলী,—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময়,—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিঃশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে:
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক-বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুল-বীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।

উল্কাপিণ্ড

আমরা রচেছি আজ প্রেম-মুগ্ধ, মধুর মিলন
মিলাইযা বাস্তবে স্বপন ,
মোদের অন্তর ভরি' ধ্বনিযা রণিযা ওঠে হাসি
উচ্ছ্বিত আনন্দ-অভিলাষী ,—
মানস-গগন ভবি' ফুটিযাছে শতলক্ষ তারা ,
রসের অমৃত-ধারা
নিরন্তর ঝরি'-ঝরি' অভিষিক্ত করে এই পাণ্ডু ধরাতল ।
মোদের কাননে যত সুপ্ত পুষ্প-কলি
গুণ্ঠনের আবরণে রেখেছিলো আপনারে ঢাকি'—
তারা আজ স্মিতহাস্যে মেলিযাছে আঁখি,
অর্পিযাছে লাবণ্যের সৌরভ-অঞ্জলি ।
মঞ্জুল মঞ্জরী-মালা প্রতি শাখা কবেছে প্রসব,
নিখিলের ভৃঙ্গ-দলে করেছে আহ্বান ,—
মোদের মন্দির-তলে শুভ্র শুচি মিলনের নির্মাল্য অম্লান,
আমাদের গৃহে আজি বিশ্বের উৎসব ।

তবুও তো পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহারা
খ'সে পড়ে তারা ।

ক্ষণিকা

ঝ'রে পড়ে প্রস্ফুটিত ফুল,
শুষ্ক হয় নবীন মুকুল ,
ক্ষান্ত হয় ভ্রমরের স্তুতিগান,
শূন্য মধু-রস-পাত্র উৎসবের রজনীরে করে অপমান।
তখন অন্তর চিরি' দীর্ঘনিঃশ্বাসের ব্যথা বহে
আসন্ন বিরহে।
শূন্য হৃদয়ের হাহাকার
শূন্য মালঞ্চের মঞ্চে নিঃশ্বসিয়া ফিরে বারম্বার ,
অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ক্ষান্তি-হীন বিলাপ-গুঞ্জন
অশ্রু-হীন নয়নের উদ্দীপ্ত বেদন
উচ্ছ্বসি'-উচ্ছ্বসি' উঠি' দগ্ধ করি' দিতে চায় সুনীল গগন।
অন্তরে নিবিড় ব্যথা বেঁধেছে আশ্রয়,
বচনে, বদনে তাই আনন্দের মূঢ় অভিনয়।

আজ মোরা পথ-প্রান্তে বাঁধিযাছি বাসা,
আকাশ-বাতাস ভরি' ছড়ায়ে দিয়েছি শত মুকুলিত আশা,
অনাগত দিবসের স্বপ্ন দিযে ফুটায়েছি কল্পনার আনন্দ-কুসুম,
সর্বদেহে মাখিয়াছি প্রণযের চন্দন-কুঙ্কুম,
গাহিতেছি অর্থহীন, উদ্দাম সঙ্গীত,
মদ্য-সিক্ত কুসুম ছিটাযে ধরণীরে করেছি লোহিত।
ক্ষণিক আবেশ-মাঝে পড়েছি ঘুমাযে
রচিতেছি সুখ-স্বপ্ন-জাল,
পশ্চাতে নিষ্ঠুর কাল কৃতান্তের অন্তিম বিদাযে
মেলিয়াছে বদন করাল।

বন্দীর বন্দনা

আমরা ভুলিয়া গেছি মোরা শুধু পথের পথিক,
কালের প্রবাহ-ভরে নিরন্তর চলিবো বহিয়া,
ঘাটে-ঘাটে লেগে-লেগে মেগে ল'বো বিশ্রাম ক্ষণিক,
পরিপূর্ণ করি' ল'বো হিয়া।
ভাবিবার নাহি অবসর,
দ্বিধার সময় নাই,
পরিত্যক্ত পত্র-সম ভেসে-ভেসে চলিবো সদাই
উপেক্ষিযা আশ্রয়-বন্দর।
এই ঘাটে এসে আজ লাগিযাছে ভেসে-যাওযা দল
শুধু ক্ষণিকেব তরে,
মুহূর্তেক পরে
উচ্ছ্বসিত কালস্রোত উদ্বেল চঞ্চল
কঠোর আঘাত হানি' দিয়ে যাবে ছিন্নভিন্ন করি',
নিশ্চিত সম্মুখ-পানে নিযে যাবে ঠেলি',
চিরন্তন সত্য জেনে আজ যাহা প্রাণপণে রয়েছি আঁকড়ি',
বলিতেছি বারম্বার, 'যায় যদি ডুবে যাক্ নিখিল ভুবন,
তবু এরি মাঝে আমি পুনর্বার মহা-বিশ্ব করিবো সৃজন',
কাল নেহারিবো চক্ষু মেলি'—
তাহারে এসেছি ফেলে কোন্ দূর-দূরান্তর-পারে,
অতীতের স্বপন-মাঝারে—
কোথায এসেছি চলি' প্রবাহের টানে,
তারে নিয়ে গেছে কোন্‌খানে!—
বন্ধন কখন গেছে ছিঁড়ে,
সঞ্চিত আশার জ্যোতি ডুবে গেছে বিস্মৃতি-তিমিরে,
এখন কোথায আমি আর—সে কোথায,
হায়!

ক্ষণিকা

আমাদের ক্ষণিক মিলন—
মিথ্যা দিয়ে, মোহ দিযে তাহারে করেছি চিরন্তন—
অমর করেছি তারে।
যাত্রা-পথ-ধারে
গোপনে মিলেছি মোরা,—দেবতার ভাণ্ড হ'তে
ছিন্ন করি' আনিযাছি ক্ষণিকের স্বর্গসুখ।
তারপর ভেসে চলা স্রোতে,—
আবার বাঁধিবো বাসা,
আবার রচিবো নব-আশা,
আবার ভাঙিযা যাবে ভুল,
আবার পড়িবে ঝরি' ফুল।
এমনি চলিবে বহি' ভেঙে-যাওয়া শান্তি-নীড় ফিরে-ফিরে বাঁধা,
যতক্ষণ মৃত্যুমাঝে শেষ নাহি হ'যে যায় জীবনের সব হাসা-কাঁদা।

তবু মোরা মিলিযাছি আজ,
পরিযাছি উৎসবের সাজ।
ক্ষণিকেব এ-নন্দনে ছুটুক্ অমৃত-মন্দাকিনী,
ফুটুক্ আনন্দ-পারিজাত,
হোক্ প্রণযের সুধা-পান,
মুখরিত করি' ধরা বাজুক্ ক্ষণিক-জয-গান,
তালে-তালে নৃত্য করি' প্রেযসীর বাজুক্ কিঙ্কিণী
তারপর স্বপ্ন-সৌধ ভাঙিযা পড়ুক্ অকস্মাৎ।

কালস্রোত

আমি হেথা ব'সে আছি—
ব'সে আছি শুধু,
স্তব্ধচিত্ত, মৌন, ভাষাহীন।
মোর পাশ দিয়া
কালের অধীর নদী অলক্ষিতে যেতেছে বহিয়া
অনাদির উৎস হ'তে বাহিরিয়া অসীমের, অশেষের টানে।
শুভ্র রৌদ্র-রাগ-দীপ্ত পরিপূর্ণ দেহে
জড়াইয়া ব্যথাগাঢ় নীলিমার স্নিগ্ধ-ঘন বাস
দিনগুলি যায় আর আসে,
প্রশান্ত সান্ত্বনা বহি' শীতল, নিতল অন্ধকারে
বিস্মৃত অশ্রুর ব্যথা বিথারিয়া তারার কম্পনে
রাত্রি মোর যায় আর আসে।
আমি শুধু স্তব্ধ চিত্তে ব'সে থাকি স্রোতস্বিনী-তীরে,
কহিতে পারি না কথা অপার বিস্ময়ে,
আনন্দের আন্দোলনে, ব্যথার মধুর স্নিগ্ধতায়।
দিতেছি ভাসায়ে চির-প্রবাহিণী তটিনীর নীরে
এক-একটি ক'রে মোর দিনরাত্রিগুলি
সুগন্ধ, সুন্দরতনু এক-একটি সম্পূর্ণ পুষ্প-সম।
চেয়ে দেখি, ফুলগুলি স্রোতের উৎসুক আবর্তনে
দূর হ'তে দূরান্তরে যেতেছে চলিয়া।
মনে ভাবি: এই দিন, এই রাত্রি আর কভু আসিবে না ফিরে,
এই ফুল আর ফুটিবে না
ভুবনে আমার,
কোন্ এক অজানার পানে এরা চলিছে ছুটিয়া,
আর পিছে তাকাবে না কভু,
এদের সৌরভ আর ভরিবে না আমার হৃদয়

কালস্রোত

অগাধ, অবাধ, মুগ্ধ মাধুর্যের পরিপূর্ণতায় ,
এ-উজ্জ্বল আলোখানি প্রাণের প্রদীপ মোর জ্বালিবে না আর।
অতীতের পানে চেয়ে যতই কাঁদি না কেন আমি—
এই দিন-রাত্রিগুলি হ'তে
একটি নিমেষ আর ফিরে আসিবে না,
একটি নিঃশ্বাস আর ভেসে না আসিবে।
ব'সে-ব'সে তাই শুধু আজিকার দীপ্তি-পানে করুণ নয়নে চেয়ে রই ,
আনন্দের কলস্বনে অনাগত বেদনার পদধ্বনি শুনি
হৃদয়েব স্পন্দনের সনে।
হাসিতে ভাসিয়া-যাওয়া দুই চোখে মোর
অশ্রু-বাষ্প ক্রমে জ'মে ওঠে।

হে আমাব দগ্ধ দিন, স্নিগ্ধ রাত্রি, সুন্দর প্রভাত,
আলস্যের লাস্য-ভরে লীলায়িত মধ্যাহ্ন মন্থর,
ক্লান্তি-ঘেরা অপরাহ্ণ উদাব, উদাস,
বেদনার বীণাপাণি সন্ধ্যারাণী মোর—
তোমরা সকলে মিলি' আমার প্রাণের পাত্রে ঢালিয়াছো সুধা,
ঢালিয়াছো তিক্ত হলাহল,
কত কিছু দিয়েছো যে, অনির্বাণ, অনির্বচনীয়—
উচ্ছলিয়া, উল্লসিয়া, ঝর্ঝরিয়া ঝরেছে নিয়ত।
কণামাত্র ছিল না শূন্যতা—
শত লক্ষ দুঃখে-সুখে ভ'রে দিয়েছিলে মোর অন্তরের নিগূঢ় ভাণ্ডার ;

বন্দীর বন্দনা

অসীম আকাশ মোর অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন,
আমার বেদনা আর আমার আনন্দরাশি রাখি—
এ-বিশাল পৃথিবীতে হেন ঠাঁই নাই।

আমার চিত্তের বর্ণে মরি মরি কী বিচিত্র চিত্রলেখাখানি
সযতনে রেখে গেলো এঁকে
এই চির-স্মরণীয় দিন-রাত্রি মোর।
যে-প্রিয়া রয়েছে মোর মর্মের আড়ালে,
হৃৎপাত্রে রক্ত দিয়া লিখিতেছে অন্তহীন প্রেম-পত্র তার,
সে কখনো এসেছে বাহিরে,
হাসিয়াছে ক্ষণিকের হাসি।
কান্নার জলধি-কূলে সে কখনো নিয়ে গেছে মোরে,
বাক্যহারা কটাক্ষের চকিত ইঙ্গিতে
নিয়ে গেছে বিরহের অনাদ্যন্ত তিমিরের তীরে।
আবার কখনো স্তব্ধ বাতে—
মোর হাতে হাত রাখি' মিলনের তীর্থ-অভিমুখে
পথ দেখাইয়া গেছে আগে।
তাহারি চলার ছন্দে রুধির-সমুদ্র মোর উঠেছে দুলিয়া,
বহ্নির চুম্বন-রাগে রঞ্জিত হয়েছে মহাকাশ,
স্বপ্নের তরঙ্গ-ভঙ্গে দৃষ্টি মোর বার-বার উঠেছে শিহরি'
ভ'রে যেতো প্রাণ-পাত্র উচ্ছ্বসিত মদের ফেনায়
কখনো দুর্জ্জয় দুঃখে, দুরন্ত আনন্দে কখনো বা।—
শূন্য কভু থাকিতো না,

কালস্রোত

ভাবিবার, দেখিবার, বুঝিবার অবসর ছিলো নাকো কোনো—
দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে অক্লান্ত, অশেষ,
আমার হৃদয়-পানে স্পন্দনের, ক্রন্দনের, বন্ধনের নিত্য অভিসার।

একদিন এ-বন্ধন ছিঁড়ে যাবে, কান্না হবে শেষ,
সুখদুঃখ, ভালোমন্দ কিছুমাত্র রহিবে না আর,
সমস্ত জীবন ভরি' র'বে শুধু মৃত্যুর মানিমা,
প্রেতের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা।
তাই এই গানে-প্রাণে-দানে-ভরা দিন-রাত্রিগুলি
ছেড়ে দিতে চাহে নাকো মন।
কালের বিশাল স্রোতে একটি মুহূর্ত-মাঝে—পারিতাম যদি—
বন্দী ক'রে রাখিতাম চির-তরে।
এমন মহান মন্ত্র কিছুই কি নাই, হে দেবতা,
যার শব্দে এ-তটিনী হারাইবে প্রবাহ তাহার?—
মিথ্যা এ-মিনতি হায়, ব্যর্থ এই ব্যথা:
দিনগুলি চ'লে যাবে, রাত্রি যাবে কেটে—
কে তাহারে রাখিবে বাঁধিয়া?
আমি শুধু প'ড়ে র'বো বেদনার কূলে,
পদ্মগুলি নিজ হাতে ভাসাইয়া দেবো একে-একে।
আরো কত লক্ষ দিন, লক্ষ রাত্রি প'ড়ে আছে মোর প্রতীক্ষায়—
জানি না তা, চাহি না জানিতে।
শুধু জানি, এ-উৎসব শেষ হ'য়ে যাবে একদিন,

তারপরে আর কভু জ্বলিবে না আলো,
হৃদয়ে সৌরভ জাগিবে না।
রক্ত-মাঝে নাগিনীর বিষ-জ্বালা উঠিবে শ্বসিয়া,
প্রিয়া মোর ম'রে যাবে।

তার আগে একবার ভালো ক'রে
আশীর্বাদ ক'রে যাই এই দিন-রাত্রিরে আমার,
ভালোবাসা রেখে যাই পরমসুন্দর মোর যৌবনের লাগি',
যা পেয়েছি, থাক্ তাহা নয়নের আলো হ'য়ে মোর,
তারি তরে সব মোর প্রেম।
যাহা পাই নাই, তাহা অজানিত আকাশের গ্রহ হ'য়ে থাক্,
তার লাগি' মিথ্যা ক্ষোভ করিবো না।
তবু মোর এ-ক্ষণিক যৌবন-বেলায়
যত ফুল ফুটিয়াছে, যত পাখি গাহিয়াছে গান,
যত বর্ষা নামিয়াছে রজনীর উতলা প্রহরে—
শুধু তারি লাগি' মোর হৃদয়ের প্রেম ও প্রণাম
এই দিন-রজনীরে ভালোবেসে দিয়ে গেনু দান।

এতটুকু ভালোবাসা—তা-ও দিতে পারিলে না মোরে
সে কি এত বেশী দেয়া? ঘুমে-ভরা ভোরে
ফুলের মেয়ের মুখ থেকে
যে-আলোক আলগোছে ঘুমের ঘোমটাটুকু তুলে নিয়ে যায়,
তৃণের বিছানা-'পরে আপনারে চুপি-চুপি ঢেলে দেয় যে-শিশিরকণা
কতটুকু দেয় তারা?—
ফুটিলো একটি ফুল, দিনান্তে ঝরিয়া ম'রে গেলো—
এ-কথা কি মনে রাখে সূর্যের আলোক?
একটি ধূসর তৃণ হ'য়ে গেলো সজীব, সবুজ—
শিশির কি জানে এই কথা?
কতটুকু দেয় তারা? তবু, যাহা দেয়—
তারি তরে পিপাসিত কুসুম-কোরক,
শুষ্ক তৃণ জপে ক্ষণ তারি প্রতীক্ষায়।
ততটুকু—তা-ও মোরে দিতে পারিলে না?
এতটুকু ভালোবাসা—অমিতা, তাহারি এত দাম?

২

আমাকে তোমার বুঝি ভালো লাগে নাই।
মোর দেহ তব চোখে জ্বালেনিকো রূপের আগুন।
সর্প-সম কলঙ্কিত এই দেহ—প্রতি অঙ্গে
লেগেছে পাপের ছাপ। অশুচি, পঙ্কিল!—
এই দেহ তব স্পর্শযোগ্য নহে।

তোমারে করিতে পারি জয়—হেন জ্যোতি
মোর মনে নাই।
মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে
শুধু মৃত্যুপুরী হ'তে এনেছিলো ফিরায়ে প্রিয়ারে
বিরহী প্রেমিক।
দুর্বল, ভঙ্গুর আমি, পঙ্গু, অসহায়,
কৃপণ, কঠিন।
নিজেরে যা দিতে পারি নাই—সেই ভালোবাসা
তোমাকে কী ক'রে দেবো?
মোর মধ্যে রয়েছে যা—কলুষ-কালিমা—
তোমাকে তা দিতে পারিনে তো।
তাই আমি নতশিরে ভিক্ষা করি শুধু
এতটুকু ভালোবাসা তব।

৩

অমিতা, তোমাকে যারা ভালোবাসে, যারা পেতে চায়—
কত তারা।
কত লোক।—কাছে এসে, পাশে ব'সে বলে দু' চারিটি মিঠে কথা,
এ-জন কবিতা লেখে তোমার উদ্দেশে,
সে-জন তুলিতে আঁকে তব মুখ,
কেউ গায় গান তব চোখে চেয়ে।
কেউ ভালোবাসিয়াছে লতা-সম তীক্ষ্ণ দু'টি ভুরু-লতা তব,
কেউ তব কাঁকনের রিনিকিঝিনিকি,

তব দু'টি ঠোঁট হ'তে ধীরে-ধীরে ঝ'রে-পড়া মধু-ভরা কথা
কেউ ভালোবাসিয়াছে ।—
তাদের শরীর শুচি, স্বপ্নে-ভরা চোখ,
সুন্দর স্বাস্থ্যের তৃষ্ণা তাদের অধরে,
অগাধ, অবাধ সাধ প্রণয়ের—তাহাদের প্রাণে ।
কুৎসিত, কদর্য আমি, রুগ্ন মোর আঁখি—
আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসিযাছি,
আমি ভালোবাসিয়াছি এতটুকু ভালোবাসা তব ।
অমিতা, আমারে তা-ও দিতে পারিলে না ?

৪

তাহাদেরে দিযো সব—যে-ই যাহা চায ।
কাহারে চকিত দৃষ্টি, দু'টি ছোটো কথা কাহারে বা ।
যে-ই যাহা-কিছু চায, তা-ই দিতে পারো ,—
আমাকে পারো না শুধু এতটুকু ভালোবাসা দিতে—
আমি যাহা চাই ?

৫

আমি কুশ্রী , তাই মোরে বাসিবে না ভালো ?
অমিতা : তাহ'লে শোনো । তুমি তো জানো না, আমি জানি—

সকল কলঙ্ক মোর ধুয়ে যায়,
প্রাণের সকল ব্যাধি নিমেষে আরাম হ'য়ে যায়—
শুধু তুমি যদি ভালোবাসো একবার !
তুমি মোর মুক্তিস্নান ,
একবার তুমি মোরে গাহন করিতে দাও যদি,
উঠিয়া আসিবো তবে শুভ্র, সুস্থ, সবল, সুন্দর ,
হবো চির-জ্যোতিষ্মান
আকাশের নক্ষত্রের মতো ।
অমিতা : তোমাকে যারা ভালোবাসে, তাহাদেরি মতো হ'তে পারি,
যদি তব ভালোবাসা পাই । তখন আমাকে
ভালোবেসে তৃপ্ত হবে, ধন্য হবে, হবে পুণ্যবতী ।
অমিতা : তবু কি মোরে একবার ভালোবেসে দেখিবে না তুমি ?

৬

ভালোবাসা দিয়ে মোরে যোগ্য ক'রে লও তুমি, এ মোর প্রার্থনা ।
ভুল ক'রে যদি ভালোবাসো একবার—
তবে পরে, চির-তরে মোরে ভালোবাসিতেই হবে—
মোরে ছাড়া আর কারে ভালোবাসিবে না ।
যদি মোরে না-ই ভালোবাসিতে পারিলে—
কেমনে মুছিবে তবে অঙ্গের কলঙ্ক মোর, মনের গ্লানিমা ?
কী ক'রে তোমার যোগ্য হবো ?

অমিতার প্রেম

৭

আর-কিছু নহে। শুধু, তুমি মোরে ভালোবাসো—
এই কথা ভাবিবার
অধিকার দাও যদি মোরে।
কী আছে তোমার মনে করিবো না বৃথা অন্বেষণ,
অন্তরের অন্তরঙ্গ কথাটি তোমার
চাবো না জানিতে।
হৃদয়-ফলকে তব মোর নাম লেখা নাই? না-ই বা থাকিলো—
কে করে আক্ষেপ!
তবু তব চোখে চেয়ে একবার যদি মোর মনে হ'তে পারে—
সেই স্বচ্ছ, সুশীতল, কোমল কালোর কোলে,
রুপালি আলোর তলে,
টলমল করিতেছে মোর তরে ভালোবাসা, মোর তরে ভালোবাসা আরো—
তবে আমি বেঁচে যেতে পারি। সেই ছলনায় করি' ভর
মোর নব-জন্ম হ'তে পারে।
নিদ্রাহীন অন্ধকার রোমাঞ্চিত করি',
সুখহীন শয্যা-'পরে ওষ্ঠাধর চেপে ধরি',
কহিবারে পারি যদি একবার আপনার কাছে:
'আমার অমিতা!'
—পরদিন উষা আসি' মোর বাতায়নে
পারিবে না চিনিতে আমারে।
গত সন্ধ্যা দেখে গেছে হীনজন্মা পঙ্ককীট যেথা,
আজিকে প্রভাতে সেথা পদ্ম ফুটে আছে।…

মা-ই বা বাসিলে ভালো! অমিতা, ছলনা ক'রে তবু
এই কথা ভাবিবার অধিকার দাও যদি মোরে,
—তুমি মোরে ভালোবাসো—
তবে পরে, চির-তরে, মোরে ভালোবাসিতে পারিবে,
মোরে ভালোবেসে ধন্ত হবে।

৮

অমিতা: তোমার কিছু ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালোবাসা।
সিন্ধু হ'তে অঞ্জলি ভরিয়া
কত আর জল নেবো? সমুদ্র কি রিক্ত হ'য়ে যাবে—
আমি যদি এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই?
আমি যদি মনে-মনে নিস্তব্ধ নিশীথে
মন্ত্র-সম তব নাম করি উচ্চারণ
সুদৃঢ় বিশ্বাসে—
তোমার কী ক্ষতি?
তুমি যদি মোর কাছে এসে একবার
মিথ্যা করি' কহো: 'ভালোবাসি'—
(পরক্ষণে ভুলে যাও—আমি রাখি মনে)
কিবা তব আসে যায়!
আমি শুধু আপনারে ফিরে পেতে চাই,
জানিনে উপায়। তুমি জানো, তুমি শুধু জানো:
তাই আজ নতশিরে ভিক্ষা করি, করি অনুনয়।

অমিতার প্রেম

একটি অস্ফুট মিথ্যা আমারে বাঁচায়ে দেয় যদি,
সে-মিথ্যার মহিমায় তুমি দেবী হবে।

৯

তা-ও নয়? তবু নয়? তা-ও মোরে দিতে পারিবে না?
আমার জীবন আমি ভিক্ষা চাই, তা-ও তুমি দেবে না আমায়?
আমাকে রাখিবে ফেলে পঙ্ক-শয্যা-মাঝে
চির-তরে?
অঙ্গের কলঙ্ক মোর, মনের ম্লানিমা
মুছিতে দিবে না কভু?
মোর দেবতার সাথে কভু করিবে না পরিচয়?
মোরে ঘৃণা করি' শুধু দূরে ঠেলে রাখিবে সরায়ে—
মুদিবে নয়ন আমি কাছে এলে—
কণ্টকিয়া উঠিবে কুণ্ঠায়?
এতটুকু ভালোবাসা—তা-ও,
তা-ও বুঝি দিতে পারিবে না?
কেমনে ভুলিলে তবু, যদি ভালোবাসিতে কখনো,
কখনো করিতে যদি ভালোবাসিবার অভিনয়,
সকল কলঙ্ক মোর ধুয়ে যেতো তবে,—
তোমা যারা ভালোবাসে—সুন্দর, সবল, সুস্থ,
উদার, অম্লান—
তাহাদেরি মতো হ'তে পারিতাম তবে।
নূতন করিয়া মোরে সৃজন করিতে পারো তুমি—

বিধাতার সৃষ্টিশক্তি আছে তব—
এ-গৌরব কেমনে ভুলিলে ?

১০

তাহ'লে আমার আর মুক্তি নাই ? এই পঙ্ক-মাঝে
কৃমি-সম, কীট-সম হীন প্রাণ হইবে বহিতে
চিরকাল।
চিরকাল আপনাবে ক'রে যেতে হবে ঘৃণা ,—আর কভু
জ্বলিবে না নেত্রে মোর স্বর্গের পিপাসা,
পৃথিবীতে আর মোর স্থান রহিলো না।
এতটুকু ভালোবাসা ? খুব বেশি বুঝি ?
অমিতা, আমারে তা-ও দিতে পারিলে না ?
অভিনয়, তা-ও বুঝি নয় ?
বেশ, তা-ই হোক্।

মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান

তবু কেন কাঁদো, প্রিয়তম ?
কেন মিথ্যা ডেকে আনো উচ্ছ্বসিত অশ্রুর শ্রাবণ
আজি এই পূর্ণিমার লাবণ্য-বন্যায় ?
কেন দীর্ঘশ্বাসে
দক্ষিণের প্রফুল্ল হিল্লোলে ব্যথা দাও ?
হাহাকারে অভিমানে অনুশোচনায়
এ মধুর স্বপ্ন কেন ভাঙো ?
আজিকে পূর্ণিমা নিশি, মিলন-রজনী এ যে তোমার আমার,
মৃত্যু-জয়ী মিলনের সন্ধানে উন্মাদ অভিসার।
এর মাঝে কেন শোক, কেন অশ্রু ? বলো !
মোছো আঁখি, তোলো আঁখি, সব দুঃখ ভোলো,
প্রিয়তম।
শুধু মনে রেখো, তুমি প্রিয়তম মম,
আমি তব প্রিয়া।

আমি তব চিরন্তনী প্রিয়া, আমি তব মৃত্যু-জয়ী প্রিয়',
মৃত্যুর মদিরামত্তা রাত্রির প্রেয়সী আমি তব,
আমি তব অন্তরের অন্তরবাসিনী,
নয়নের কারাগৃহে তব
আমি নিত্য নব
সুন্দরী রঙ্গিণী।

ভাবিতেছো : মিথ্যা কথা। মোর প্রেম নহে তব তরে,
ভাবিতেছো, কুহকিনী বিমুগ্ধ করিছে তোমা শুধু মধুবর্ষী কণ্ঠস্বরে
তুচ্ছ ক্রীড়াচ্ছলে। বিজয়িনী আরো জয় চায়,
রূপদৃপ্তা মায়াবিনী তৃপ্তিহীন বিজয়-তৃষ্ণায়।
তাই সে ভুলালো তোমা সুধা দিয়া, সুরা দিয়া করাইয়া স্নান,
তারপর কৌতূহল হ'লে অবসান
হেলায় ফেলিয়া তোমা পথপ্রান্তে ধূলির মাঝারে
নিষ্ঠুরা যেতেছে চলি' আনন্দে নবীন অভিসারে।
তাই ঝরে অশ্রু, তাই পড়ে দীর্ঘশ্বাস—
তরঙ্গিত শোকের বিলাস।
—ভুল।
মোছো আঁখি, প্রিয়তম, তোলো আঁখি, শান্ত করো হিয়া,
তুমি মম প্রিয়তম, আমি তব প্রিয়া।

তুমি মোরে চেয়েছিলে নবার্করঞ্জিত পট্টবাসে বধূবেশে করিতে বরণ,
চেয়েছিলে ভালে মোর পরাইতে সিন্দুরের বিন্দুর বন্ধন,
করে শঙ্খবলয়ের অচল শৃঙ্খল।
আনন্দগুঞ্জিত, দীপ্ত, সুগন্ধবিহ্বল,
ধূম্রজালধূসরিত প্রকাশ্য সভায়
তুমি মোরে চেয়েছিলে, সচকিত করি' নভস্তল
নব-লব্ধ সম্পদের প্রাপ্তির উদ্ধত ঘোষণায়।
হও নাই সিদ্ধকাম, তাই এত ক্ষোভ ?
তাই ভাবিতেছো আমি হৃদি-হীনা ? তাই
বলিতেছো, তুমি শুধু আপনারে বিনিঃশেষে দিয়েছো আমারে
আমারে দিয়েছো সব, যত ভালো, যত মন্দ আছে তোমা মাঝে,

মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান

আমি শুধু গ্রহণ করেছি অকাতরে
তোমারে করেছি পান দেহ-মন ভ'রে,
বিনা প্রতিদানে।
তুমি শুধু ভালোবাসিয়াছো, আমি ভালোবাসি নাই কভু।

আমি তোমা দিয়েছিনু আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী।
বেগের আগ্রহে দগ্ধ লক্ষ-গ্রহ-উপগ্রহ-তারা
দুর্লক্ষ্য চলেছে ছুটি' শূন্যতার মৌনতা আন্দোলি'—
তারা তব তুচ্ছ ক্রীড়নক। অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে তব সুখে-ত্রাসে আত্মহারা
অন্ধকার বিদীর্ণিয়া বিদ্যুতের ভ্রূণ ওঠে কেঁপে,
তোমার বন্দনা-গান ঝঙ্কার নূপুর-তালে বেজে ওঠে মহাকাশ ব্যেপে।
মুহূর্তের মাঝে তোমা দিয়েছিনু অনন্ত জীবন,
দিয়েছিনু অনন্ত মরণ
শুধু একবার মোর কটাক্ষ-ঈক্ষণে।
ক্ষণিক পরশে তোমা দিয়েছিনু ইন্দ্রতুল্য অনিন্দিত জ্যোতি,
কণ্ঠে তব মন্দাকিনী-বারি-স্নাত মন্দারের মালা, পদ-তলে বিশ্বের প্রণতি।
তবু বলো, কিছু দেই নাই।
তোমারে দিয়েছি আমি কখনো যাবে না যাহা মুছে,
বর্ষ হ'তে বর্ষ-অন্তে বিত্ত যার যাবে নাকো ঘুচে,
প্রতি দুঃখে দিবে যা সান্ত্বনা, সব ক্ষতি দিবে পূর্ণ করি,
শক্তি দিবে সকল সংগ্রামে জাগিতে দুঃখের বিভাবরী।
ভগ্ন-আশা-ভস্ম-স্তূপ হ'তে সৃষ্টি যা করিবে নব আশা—
জীবনেরে করিবে সুন্দর, ভুবনেরে করিবে সুন্দর,
তোমারে যা করিবে সুন্দর,
সে শুধু আমার ভালোবাসা।

বন্দীর বন্দনা

এ-প্রাপ্তিতে তৃপ্তি নাই তব , তুমি মোরে চেয়েছিলে সংসারের সঙ্কীর্ণ আলয়ে,
লক্ষ দৈন্য-কলঙ্কিত, ক্ষুধা-খিন্ন, বিশীর্ণ জীবনে, প্রতি দুঃখে, প্রতি লজ্জাভয়ে।
চেয়েছিলে ক্ষুদ্রতার ঘৃণালিপ্ত কালিমায়, অন্নাভাবে, কার্পণ্যের কলুষ পরশে,
ঈর্ষার অসহ্য বিষে,শৃঙ্গার-রভসে।
চেয়েছিলে প্রতি রাত্রে শয্যার সঙ্গিনী,
প্রত্যহ পরিচারিকা,
সন্তানের মাতা তব, নিপুণা গৃহিণী।
·· প্রিয়াকে পেতে না আর।
প্রেমের সমাধি হ'তো অগোচরে মোদের দোঁহার,
হাজার প্রয়োজনের পুঞ্জিত জঞ্জালে
হ'য়ে পথ-হারা
শুধু হ'তো ক্ষীণ প্রেম-ধারা।
তখনো জীবন
অভ্যাসের দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বন্দী,
তখনো প্রত্যহ
অনুরূপ ব্যবহারে প্রেমের অসার অভিনয়।

তার চেয়ে এই ভালো নয় ?
আমি শুধু কল্পনা তোমার, আমি দূর তারকার জ্যোতি।
তুমি মোরে চেয়েছিলে পূর্ণ ক'রে পেতে এ-জীবনে ,—
জীবন স্বল্পায়ু, হায়, প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে
যেতেছে নিঃশেষ হ'যে। তারি সঙ্গে আমিও নিঃশেষ
আর তুমিও নিঃশেষ। তবু আমি র'বো
মৃত্যু-জয়ী-প্রিয়া তব।

মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান

বাহিরের এ-বিরহে যাবো উপেক্ষিয়া,
অনন্ত মিলন যেথা অনন্ত মরণ সম রাজে
যাবো সেই অন্তরের অন্তঃপুর-মাঝে।
সেথা আমি আমি নহি, তুমি তুমি নহ, কারো সেথা নাহি কোন নাম,
নাহি কোনো ক্ষুদ্র পরিচয় , সেথা অবিরাম
রজনী ঢালিছে তার মৃত্যুর মদিরা।
সেথা আমি চিরকাল কল্পনা তোমার,
চিরকাল স্বপ্ন তুমি মম,
তুমি মম চির-প্রিয়তম,
আর
আমি তব প্রিয়

তবু

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম। এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।
মনে করি, মুক্ত হবো, মনে ভাবি, রহিতে দেবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত, দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভৎর্সনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য-অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিঃশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'যে গেছে সে-বন্ধনে।

বন্দীর বন্দনা

ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি , কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর।
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি ,—
তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেম-পাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই ,—ক্ষণ-তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে—
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।

বন্দীর বন্দনা

নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে'-যাওয়া—সুন্দরের নিত্য-অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা-সঙ্গীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি :
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চির-সুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে , তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহ-ভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

বন্দীর বন্দনা

মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্র-সভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়া-পথে মায়া-রথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন-সুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধা-জীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির-বার্তা নিযা,
সে-কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি।'
রক্ত-মাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায-শিরায শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্তমনে রসনা-লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী।—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর-কিছু নয।
তুমি যাবে সৃজিযাছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চযন
আমারে রচেছি আমি,—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহা-সৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

বন্দীর বন্দনা

মোর আপনারে আমি নব-জন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টি-কার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সঙ্গীত।
আমি কবি, এ-সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

সেকালের রাজাদের দু'টি ছিলো প্রধান ব্যসন ,
তাঁদের জীবন যেতো উহাদের সন্ধানে-সম্ভোগে
নিরন্তর। পৃথিবী—প্রথমা প্রিয়া , তারপর, নারী।
মাতৃদুগ্ধ-সাথে তাঁরা দুর্নিবার রাজত্ব-পিপাসা
করিতেন পান , বর্ণ-পরিচয-সাথে শিখিতেন
সুচতুর কাম-কলা, প্রণয়ের বিলাস-বিন্যাস।
ভূমি আর নারী-মাংস জীবনের সংগ্রহ তাঁদের—
গৌরব, আশ্রয়-স্থল। ধরণীরে কামধেনু-সম
আপন আনন্দ-তরে কেবল দোহন করেছেন ,
বিপুল সঞ্চয়-ভারে স্ফীতকায করিযা ভাণ্ডার
রাজ-জন্ম ধন্য মেনেছেন। যাহা-কিছু লোভনীয়—
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, শস্যক্ষেত্র ফসল-সোনালি,
পুষ্পপ্রসূ তরু, কিম্বা দীর্ঘাকৃতি, বিশ্রাম-বিস্তারী
মহান অটবী—ধনুর্বলে, বুদ্ধিবলে, কিম্বা ছলে
সবি করেছেন লাভ। আরো ভূমি, আরো ভূমি চাই-
চতুর্বর্গ-বিনন্দিত ক্ষাত্রধর্ম তাঁদেব ব্যবসা—
স্থূলতম দৈহিকতা। ঊর্ণনাভ অন্ধকারে ব সে
আপনারে কেন্দ্র করি' যেমন বুনিয়া যায জাল
চাবিদিকে, রাজ্যাকাশে স্থূর্ধতা লভিযা তাঁহারাও
ধর্ম-ভ্রমে করিতেন রাজত্ব-বিস্তার। অত্যাচাব
শ্লাঘনীয মহাপুণ্য, নরহত্যা স্বর্গের সোপান ,—
জঘন্য মার্জারবৃত্তি, কপটতা, কুটিল ক্ষুদ্রতা—
প্রজার প্রণম্য সব, ব্রাহ্মণের আশীর্বচনীয ,
কারণ, উদ্দেশ্য তার সুমহান—রাজত্ব-বিস্তার।
মহারাজ দিগ্বিজয়ী—বসুন্ধরা সিন্ধুশ্যামসীমা
অঙ্কতমা রাজ-জায়া।

অন্তঃপুরে আছে আরো শত।
নারী-মাংসে গড়েছে পাহাড়। তার তলে বসি' তাঁরা
রাজ্য-জয়-অবকাশে দু'দণ্ড বিশ্রাম করিতেন।
যেমন ভাণ্ডারে রত্ন, উদ্যানে পুষ্পের অজস্রতা
সুন্দরী কামিনীবৃন্দে নিপীড়িত তেমনি হারেম।
শরীর-লাবণ্য তাঁরা ইক্ষু-সম করিয়া শোষণ
ভুক্ত-অবশেষটুকু অবহেলে দিতেন ফেলিয়া,—
তারপর দিন যেতো দীর্ঘশ্বাসে, উষ্ণ অশ্রুজলে
সেই মেয়েদের—নিরালায় ছবি এঁকে, গান গেয়ে
(প্রভু যবে ফিরিছেন অনাস্বাদিত মধু-র সন্ধানে
নগরে বন্দরে তপোবনে)—শীর্ণ তনু, জীর্ণ প্রাণ।
হয়-তো লাগিলো ভালো রাজ-চক্ষে কোনো কুমারীর
কৃশ কটিতট, প্রশস্ত জঘন কারো, গুরু উরু
কাহারো বা। ঈষৎ-আনতা কোনো তাপস-কন্যার
রক্তিম স্তনাভা হেরি' বল্কল-বসন-অন্তরালে
রাজার পছন্দ হ'লো। বিবাহের আছে শত পথ,
গান্ধর্ব প্রশস্ত অতি। বরমাল্য হ'তো বিনিময়,
বাসনার কৃতার্থতা। শতদার, নারীমাংসলোভী,
কামুক রাজন্যকুল ছুঁয়ে-ছেনে বেড়াতেন ফিরি'
বিশ্বের সুতনু-রাশি। কুমারীত্ব করিতে মোচন
পটুতার নাহি ছিলো সীমা। নারী-মেধ-যজ্ঞ-মাঝে
ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা।

তুমি আর আমি

বিধাতার নির্বাচিত, দেবকুলবংশোদ্ভূত মোরা—
এ-পন্থা মোদের নহে। মোরা কবি, কাব্য-সরস্বতী
আমাদের চির-প্রিয়তমা। এই বিংশ-শতাব্দীরে

কোনো বন্ধু-র প্রতি

বহু দুঃখ দিয়েছে মহিমা, বহু কবি করেছেন
বহু স্বপ্নে ঐশ্বর্যশালিনী ; মোরা তাহারি সন্তান ।
উন্মুক্ত আকাশ-তলে লভিয়াছি উদার জীবন,
সহ-জন্মা কবিতারে । লক্ষ-লক্ষ লোক প্রতিদিন
টানে শ্বাস, লভে মৃত্যু—তরঙ্গের ক্ষণিক বুদ্বুদ !—
আমরা তাদের নহি, বিধাতার নির্বাচিত মোরা ।
রাজত্ব তাদের গৃহ, নারীদেহ তাদের বিলাস ।
প্রথম বসন্তে মৃগী করে যথা নেত্র কণ্ডূয়ন
কৃষ্ণসার-শৃঙ্গ-'পরে, প্রথম যৌবনে তাহারাও
তেমনি বিবাহ করে, ইন্দ্রিয়ের হীন প্রয়োজনে
বধূদের করে ব্যবহার । শয্যাকক্ষে একনিষ্ঠতায
সীতাব সতীত্ব-শিক্ষা , সন্তানেব বহুবচনতা
সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ । ক্ষুদ্র এরা—
দুর্বল অঙ্গুলি মেলি' যাহা পায তা-ই কাছে টানে,
পাছে ছুটে খ'সে যায, প্রাণ-পণে রহে আঁকড়িযা—
কপট বিধির জোরে সবি তারা করে অধিকার,
আমবণ উপস্বত্ব ভোগ করে । তারা ম'রে যায—
সিন্ধুর ফেনার মতো একবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
ভাঙিয়া হারাযে যায—চিহ্নমাত্র থাকে না তাদেব ।

তুমি আর আমি, বন্ধু—আমাদেরো জীবনের নদী
মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে । তবু জানি, যতদিন

বন্দীর বন্দনা

বাসুকীর ফণা নাহি ভেঙে পড়ে পাপের প্রহারে,
আমরা রহিবো ততদিন। না, না—নহে কবি-যশ,
মহান্ কাব্যের বুকে নহে সে নামের অমরতা।
তুমি আর আমি জানি—তার চেয়ে ভালো কেবা জানে ?—
রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন-ঋতু,
সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।
কালের কীটের দন্ত ততদিনে করেছে দংশন
মোদের রচনা। বিশাল স্রোতের বুকে লোষ্ট্র-সম
ডুবে গেছে আমাদের নাম। আমরা হারায়ে গেছি
অসীমের জনারণ্যে।

কিন্তু যেই আত্মার আলোক
বহু-জন্ম-পুণ্য-ফলে জ্বলেছিলো আমাদের চোখে—
যুগ হ'তে যুগান্তরে মৃত্যুহীন যার অভিসার,
যাহার পরশ পায় শতাব্দীতে দুই চারি জন,
সহস্রে উপেক্ষা করি' একটি কবির মর্ম-মূলে
বাঁধে বাসা, যাহারে দেখেছি মোরা শেলির নয়নে,
মুক্ত প্রমিথিয়ুসের নূতন পৃথিবী-রচনার
স্বপ্নে যার পড়েছে প্রভাব—সে-আলোক কোথা যাবে ?
এ-দেহের হবে ক্ষয়, আমাদের অক্ষর-বিন্যাস
রহিবে না (শেলির হৃদয় ছিলো, সুরকণ্ঠ তাঁর
ছিলো না মোদের), কিন্তু যেই বিরল জ্যোতির রেখা,
শুভ্র আলোকের কণা এ-বারের এ-জন্মের মতো

কোনো বন্ধু-র প্রতি

লভেছিনু, তার দীপ্তি কভু নিবিবে না, তার গতি
যুগ হ'তে যুগান্তরে অবিরাম চলিবে বহিয়া,
নব-নব কবিদের জন্ম-ক্ষণে নামিবে আবার—
বিধাতার স্তুতি-লেখা জ্বালি' দিবে তাঁদের ললাটে ;
তোমার, আমার স্পর্শ তারি সাথে লভিবেন তাঁরা।

সে-আলোক লভিয়াছি, মোরা কবি। এই বসুন্ধরা
আমাদের যোগ্যা নহে। পদতলে দরিদ্রা পৃথিবী
চিরদিন করুক্ মিনতি, মোরা তারে চাহিবো না।
মোদেরে করিবে লুব্ধ—কী তাহার আছে বা এমন ?
খনি হ'তে স্বর্ণ এনে বিনিঃশেষে করুক্ উজাড়,
সিন্ধু হ'তে মণি-মুক্তা, বৃক্ষ হ'তে পক্ব ফল-রাশি,
লক্ষ-লক্ষ মাতা-ধেনু, হেমন্তের মাঠ-ভরা ধান,
পুষ্প হ'তে নব মধু, দ্রাক্ষা পিষি' মধুর মদিরা,
কীটের শ্মশান-সম সুখ-স্পর্শ রেশম-অংশুক—
মোরা চাহিবো না কিছু। জিজ্ঞাসিবো : 'আর-কিছু নাই ?'
'আর-কিছু নাই মোর, এই সব। এই উপহারে
সর্বকালে, সর্বলোকে রাজাদের সন্তোষ সঞ্চার
করিয়াছি।'

'মোরা কবি, আমাদের সম্ভোগ-পিপাসা
তুমি পারিবে না মিটাইতে।' আমরা করিবো পান
লবণাক্ত, স্বেদসিক্ত, অন্তহীন দুঃখের আকাশ।
সঞ্চয় মোদের নহে, কৃপণের কামার্ত গৃধ্নুতা

মোরা ঘৃণা করি। ঘৃণা করি সুখস্বপ্ন আরামের
তৈলাক্ত, ক্লিন্ন তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক প্রসাদ,
সুখান্বেষী পশু-ধর্ম নহে আমাদের। এ-নিখিলে
আমাদের উপভোগ্য কিছু নাই, কিছু নাই আর—
শুধু আছে স্নেহহীন, অন্তহীন দুঃখের আকাশ।

আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে? অমিতার লাবণ্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভু? সুচরিতা কভু জন্ম নেয়
মর রমণীর গর্ভে? দেখিতে কি আশা করো, সখা,
পরিষ্কার সূর্যালোকে গড়ুইন্‌-দুহিতারে কভু?
অথবা বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন মধ্য-যুগ হ'তে
উঠে এসে কখনো কি দাঁড়াইবে সম্মুখে তোমার
আবেলার্ড্‌-প্রিয়া? ব্যারেট্‌ কখনো এসে ভালোবেসে
আঙুল বুলায়ে দিবে তব রুক্ষ কেশ-গুচ্ছ-মাঝে?
প্রতীক্ষা করিবে কার? কাহারে করিবো ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে? নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংস-স্তূপ,
শরীরসর্ব্বস্ব, মূঢ়। চর্ম-সাথে চর্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানেরে স্তন্যদান,
উচ্চতম স্বর্গলাভ—তাহারা কী বুঝিবে প্রেমের?
তাদেরে চাহি না মোরা, আমরা তাদের তরে নহি।
আমাদের তরে নয় প্রণয়ের সুলভ নবনী,
বারেক স্পর্শিলে যার চিহ্নমাত্র রহে নাকো বাকি।

কোনো বন্ধু-র প্রতি

বিম্বাধর, কৃশ কটি, করভোরু, প্রশস্ত জঘন,
আশ্চর্য যুগলস্তন, কৃষ্ণকেশ আবক্ষলুণ্ঠিত,
কুসুমকোমল ত্বক্‌ আবরক মাংসের আচ্ছাদন,
মধুরাত্রে রতি-ক্রীড়া জ্যোৎস্না-ধৌত পুষ্প-শয্যা-'পরে—
সে নহে মোদের, বন্ধু। উহাদের দেহ-বিপণীতে
মোরা ক্রেতা নহি ; দেহ-শ্মশানের ভস্ম অঙ্গে মাখি'
অনঙ্গের করি নাকো-স্তব। অদেহিনী, প্রাণ-উদ্বোধিনী
আমাদের প্রিয়তমা অগ্নিকন্যা কবিতা-কল্পনা,—
যারে করেছিলো চুরি স্বর্গ হ'তে রাজদ্রোহী কবি,
দুঃখের আকাশে মোরা গান করি যার প্রেরণায়।

মোরা উর্ণনাভ নহি, রচি নাকো স্বার্থের বাগুরা
নিজেদের চারিদিকে। মোরা মুক্ত সিন্ধু-বিহঙ্গম,
সমুদ্রের এক প্রান্তে তুঙ্গ শৃঙ্গ তুষার-ধবল,
সেখানে মোদের বাসা। অন্ত তট দেখা নাহি যায়,—
যতদূর দৃষ্টি চলে, অনুর্বর, ধূসর বারিধি
প'ড়ে আছে নিস্পন্দ-বিকৃত ; ঊর্ধ্বে জাগে মহাব্যোম।
বাতাসে ধারালো শীত, চারিদিকে কঠিন নীহার,
অস্পষ্ট মেঘের রেখা বহু নিম্নে ম্লান দেখা যায়,—
পরিচ্ছন্ন, সুতীক্ষ্ন আকাশ। সেখানে মোদের বাসা—
ধরণীর বহির্লোকে, মানুষের দৃষ্টি-অন্তরালে।
মোরা সিন্ধু-বিহঙ্গম, মুক্তপক্ষ, স্বচ্ছন্দবিহারী,—

বন্দীর বন্দনা

মানুষ দেখে না কভু যে-আকাশ, আমরা সেথায়
রচিবো অদৃশ্য চক্র দীর্ঘ পক্ষ করিয়া বিস্তার।
পৃথিবীর মানচিত্রে যে-সমুদ্র কখনো লেখেনি,
আমরা করিবো নৃত্য তরঙ্গারোহণ করি' তার।
ক্লেশসহ দৃঢ় প্রাণ, শঙ্কাহীন, শতমৃত্যু-জেতা,
আতঙ্ক উৎকণ্ঠা কুণ্ঠা তারে কভু স্পর্শিতে পারে না,
দুর্বল করে না ভয়, মোহ তারে করে না মলিন।
সেই প্রাণ আমাদের,—কবিতা সে আমাদের প্রিয়া,
তাহার নির্মম প্রেমে উঠিবে জ্বলিয়া প্রাণ-মন
সঙ্গীতের অগ্ন্যুৎপাতে। দেহ আর দেহ নয় যেন,
বিকার, বিভ্রান্তি, ব্যাধি—কিছু নাই, কিছু নাই আর,
অমৃত-পরশ পশে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বাতায়নে।
সেই প্রেম নব-নব দুঃখ দেবে তীব্র, নিদারুণ,—
মহান্ দুঃখের বর লভিলাম, মোরা ভাগ্যবান।
মোরা তার নির্বাচিত, দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে তাই
আমাদের হাত ধ'রে নিয়ত সে করিবে ভ্রমণ।
আমাদেরি হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হবে জ্বলন্ত শলাকা—
তাই বড়ো ভাগ্য গণি। নহিলে কি করিতাম লাভ
আকাশবিস্তৃত প্রাণ, উদার, উন্মুক্ত অজস্রতা,
স্বপ্ন-সমুজ্জ্বল পরমায়ু? মোদের তপস্যা-ফলে
নূতন গগনাঙ্গনে নব-জন্ম লভিবে পৃথিবী।
এসো, এসো, এসো তুমি ওই রুদ্ধ অন্ধকার হ'তে,
ওই শোনো দূর হ'তে আমাদেরে ডাকিছে কাহারা।

কোনো বন্ধু-র প্রতি

কোরো না দেরি।
উঠিবে ধুলার মেঘ
গগন ঘেরি'।
কবে যে গিয়েছে ম'রে
এই ধরণী,
কাঁদিছে তাহার তরে
মৃত কবিরা—
বসিয়া মাটির ঘরে
তুমি শোনোনি ?

নিশি গভীরা ,—
ধরণী, বিবশা মৃতা
রয়েছে পড়ি',
এখনি জ্বলিবে চিতা
তাহারে ঘিরে ,
কবিরা চোখের জলে
গিয়েছে ফিরে,
আগুনে জ্বলিবে রাঙা
এ বিভাবরী।

কোরো না দেরি।
উঠিবে চিতার ধূম
গগন ঘেরি'।

বন্দীর বন্দনা

এসো গো, এস গো এই
পরম ক্ষণে,
নিয়ে এসো আলো সেই
দুই নয়নে।
ধরণী উঠিবে বেঁচে
তোমারে হেরি ।

ডাকিছে, ডাকিছে ওরা, শুনিলে তো ? কী দেবো উত্তর ?
পৃথিবী গিয়েছে ম'রে, মোরা তারে বাঁচাইবো ফিরে।
মোদের নয়নে আছে যে-বিরল আলোক-ভাণ্ডার,
সে-ই মৃতসঞ্জীবনী, তারি স্পর্শে বাঁচিবে ধরণী।
চলো, চলো ছুটে যাই, এই খর্ব, ক্ষুদ্র সংসারের
অসংখ্য নিগড় ভাঙি' সুমহান্ দয়াহীনতায় ,—
সব যাক্, ভেসে যাক্, সংশয়ের নাহিকো সময়—
না-হয় মরিবো মোরা, তবুও তো বাঁচিবে পৃথিবী।
কাঁপিছে অধর তব ,—উচ্চারিছো উৎসুক উত্তর ?
পৃথিবীর নব-জন্ম-গান শুনি ব্যগ্র রুদ্ধশ্বাসে।

কোরো না মানা—
আলোক আমার চোখে
দিতেছে হানা।

বোরো বন্ধু-র প্রতি

এনো না চোখের জল,
    এনো না হাসি,
ফেলো না পথের 'পরে
    কুসুম-রাশি।
ঐ যে আকাশ-তল
    উঠিছে জেগে,
যাবে যে এখনি তায়
    আগুন লেগে।
রাতের পুবালি বায়
    ফিরিছে কেঁদে,
রেখো না, রেখো না মোরে
    রেখো না বেঁধে।

স্বপন-ঘোরে
এসেছে বারতা কোন্
    আমার প্রাণে।
নিঝুম ঘুমের বন
    উঠিছে ন'ড়ে,
ধরণী মরিয়া গেছে
    কবে কে জানে—
তাই তো খুঁজিছে ওরা,
    ডাকিছে মোরে—
উদার আঁধার ভরা
    আকাশ-তলে
ধরণী পড়িয়া আছে
    মরণ ছলে।

বন্দীর বন্দনা

কোরো না মানা—
দুরাশা আমার বুকে
দিতেছে হানা।
কবিরা করেছে শোক
অশ্রু ভারে
ছোঁয়ায়ে আমার চোখ
বাঁচাবো তারে।
পৃথিবী উঠিবে জেগে
চির অজানা।

দাও, তব হাত দাও মোর হাতে ,—কর্কশ, কঠিন
তোমার হাতের মাঝে আমার দক্ষিণ কর নাও ,
হাতে হাত রাখি' মোরা একসাথে এই কথা ক'বো—
'অঙ্গীকার করি' মোরা ছাড়িলাম সর্ব-অধিকার
এই পৃথিবীর 'পরে। বিধাতার নির্বাচিত মোরা,
কবিতা মোদের প্রিয়া ,—আমরা চাহি না সিংহাসন,
চাহি না সহস্র নারী ,—মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি' ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।
আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নব-জন্ম হবে—
সে-পৃথিবী আমাদের।'
তা-ই হোক্, বন্ধু, সখা, প্রিয়।

মানুষ

১

যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন,
রক্তবর্ণ পক্কফল ঝুলে রয় যে-কল্প-উদ্যানে,—
যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন :
আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ, অস্থির,
আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক :
সারঙ্গ-সঙ্গীত-স্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্যস্ত্রীর।
মদ্যফেনাতীব্রগন্ধ কী আনন্দে পশিলো রুধিরে।
উজ্জ্বল বসনবর্ণ, বিষবাষ্প, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে।
সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

২

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি' জঘন্য ক্রন্দার
উঠিছে ব্যাকুল বেগে মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে,

বিতৃষ্ণা—বিষাক্ত সর্প রক্তস্রোতে ক্রুর ফণা হানে,
নির্মম ঘৃণার কশা মর্মমূল করিছে প্রহার।
আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন ;
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন—
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।
মোর তিক্ত চিত্ত ঠেলি' উঠিছে যে-ব্যাকুল প্রার্থনা
স্বপন-সঞ্জাত সেই সুন্দরের, সুদূরের তরে—
বিধাতা শোনেনি তাহা। পিপাসার্ত আমার অন্তরে
ভ্রমক্রমে কখনো সে পাঠায়নি সান্ত্বনার কণা।
শিশির—তারকা-অশ্রু বুঝিলো না এ-জ্বালা দুঃসহ,
কোনো আশা নিয়ে কভু আসে নাই স্নিগ্ধ গন্ধবহ।

৩

অন্ধকার শূন্যগৃহে জ'মে আছে বিষণ্ণতা-রাশি।
পদশব্দ শুনে কেহ সচকিয়া ডাকিলো না নাম,
কেহ আসিলো না কাছে। নিজ হাতে দীপ জ্বালিলাম,
কর্কশ আলোক-পাতে গৃহ-তল উঠিলো উদ্ভাসি'।
সহসা পড়িলো চোখে এক কোণে মোর গ্রন্থগুলি,
সারি-সারি ব'সে যেন আছে সবে মোর প্রতীক্ষায় ;—
কেহ ছিন্ন নগ্নগাত্র, কেহ দীপ্ত সুদৃশ্য শোভায়,
যত্নহীন উপেক্ষার কারো অঙ্গে পড়িয়াছে ধূলি।

মানুষ

সন্তাষিনু তাহাদেরে সিক্ত চিত্তে সস্নেহ আদরে,
মোর হস্তস্পর্শ পেয়ে মূকপত্র হ'লো যে মুখর ,
অন্তরঙ্গ বন্ধু যেন ;—কত প্রশ্ন, প্রগাঢ় উত্তর,
বহু পুরাতন প্রেম উচ্ছ্বসিত নব-বেগ ভরে।
যে-কথা কহেনি কভু তারা কিম্বা দক্ষিণা বাতাস,
শুনিলাম ইহাদের মুখে সেই উজ্জ্বল আশ্বাস।

৪

শুনিনু, মানুষ শুধু জীবসৃষ্টিযন্ত্রমাত্র নহে,
ক্ষুদ্র খর্ব পশু-সম ক্ষীণজীবী নহে তার প্রাণ ,
বিধাতারো চেয়ে বড়ো —শক্তিমান, আরো সে মহান্,
নিজেরে নূতন করি' গড়িয়াছে আপন আগ্রহে।
এ-জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারী-মাংস চেয়ে সুখকর,
মলাটে ধূলির গন্ধ—মুখমদ্য তার তুল্য নয়,
গ্রন্থের অক্ষয় গ্রন্থি—পরিপূর্ণ, প্রবল প্রণয়,
এই প্রেমে সমাসীন স্বপ্ন-সদ্ধ পরমসুন্দর।
হেরিতেছি একসঙ্গে শত শিল্প, সঙ্গীত, কবিতা,
কারুকার্য, চারুকলা, মাধুর্যের নাহি পরিসীমা।
বিধির বিধান লঙ্ঘি' মানুষের অনন্ত মহিমা—
ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর-মধ্যে অনির্বাণ গৌরব-সবিতা।
আমি যে রচিবো কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম , এই গব বিদ্রোহ আমার।

হে বিধাতা, আর-কিছু নহে

হে বিধাতা, আর-কিছু নহে—
হৃদয়-প্রদীপ-শিখা নিত্য যেই রুক্ষ শোকে দহে,
চাহি না নির্বাণ তার। আনিয়ো না স্নিগ্ধ অশ্রুজল
বেদনার উগ্রশ্বাসে বিদগ্ধ নয়ন-কোণে মোর।
বন্ধ্যা হোক্ মাটি মোর, অন্ধ হ'যে যাক্ নভতল,
আমার অঙ্গনে যেন আর নাহি ফোটে ফুল, না ফলে ফসল!
আমার সূর্যাস্ত হ'তে সোনালিমা স্বপনের ঘোর,
আমার প্রভাত হ'তে পদ্ম-পত্রে শিহরিত শিশিরের কণা
মুছে যাক্ চির-তরে, কিছুমাত্র ক্ষতি মানিবো না।

তুমি মোরে দিলে নাকো সুখ।
আনন্দ-কোরক যবে হৃদবৃন্তে স্ফুটন-উন্মুখ,
নিষ্ঠুর নীহার-রাশি নিক্ষেপিলে ধারা-বরিষণে
লক্ষ্য করি' আমার হৃদয়। ফুল হ'যে ফুটিলো না
সুকুমার মুকুলের পল্লব-উৎসব।
তবু তোমা করিয়াছি ক্ষমা। তবু আমি কোনোদিন
করুণা কামনা করি' কাঁদি নাই, এ-মোর গৌরব:
ম্লানমুখে করিনি মিনতি। জীবনের ঐশ্বর্য-সঞ্চয়
তোমার চরণ-প্রান্তে পুণ্য-রূপে পণ্য করি' করিনি অর্পণ।
জানায়েছি শুভ ধন্যবাদ—
মোর কণ্ঠে দি[illegible]-গীত-সুধা—সে তোমারি চরম প্রসাদ।

হে বিধাতা, আর কিছু নহে

হে বিধাতা, আর-কিছু নয়—
সবিতার দীপ্তি-সম কবিতার স্বপ্ন মম হউক্ অক্ষয় !
বেদনা-বারিধি মথি' জীবনের বন্ধ্যা উপকূলে
জিনিবারে পারি যদি কলালক্ষ্মী—তবে সব দুঃখ যাবো ভুলে'।
দীর্ণ করি' কৃষ্ণ ক্লান্ত মেঘপুঞ্জ—বিস্ফুরিয়া ওঠে যথা বিদ্যুৎ-ব্রততী,
মন্থর ঘুমন্ত মেঘে দগ্ধ করি' ফোটে যথা প্রভাতের জ্যোতির প্রণতি,
ঘূর্ণ্যমান নীহাবিকা আপনাব দুর্নিবার গতি-বেগে গড়ে যথা গ্রহে—
তেমনি বেদনা-সিন্ধু অক্লান্ত-মন্থনে যেন উদ্গারিয়া তোলে শুধু মণি।
দারুণ পীড়নে মোর ক্ষীণ কণ্ঠ দীর্ণ করি' বাহিরাক্ অপরূপ ধ্বনি।
অস্থিমজ্জারক্ত মোর নির্মম নিষ্পেষ-ভরে বিনিঃশেষে ধ্বংস-ভ্রংশ করি'
জন্ম যেন লাভ করে মর্ম-কোষে কবিতার কুসুম-মঞ্জরী।
যে-কথা শোনেনি কেহ কোনোদিন—সেই শব্দ দৈব-বাণী হেন
আকাশ বিদীর্ণ করি' ছন্দের চরণ-ভরে আমারি অধরে নামে যেন।
গানে-গানে আপনারে দান ক'রে যেতে চাই শুধু—
হে বিধাতা, আর-কিছু নহে।

কেহ মোরে বাধিবে না মনে:
পাবে না জানিতে কেহ কত দুঃখ পেয়েছি জীবনে।
কী ভীষণ মূল্য দিয়া কিনেছি এ কবিতার বর,
কেহ তাহা জানিবে না। মোর নাম ভুলে' যাবে লোকে,
দেহের বিনাশ-সাথে দুঃখ মোর মুছে যাবে, জানি।
শুধু রেখে যাবো মোর ছন্দোবদ্ধ অনবদ্য বাণী,

বন্দীর বন্দনা

বেদনার তপস্তা-সন্তান। কেহ তারে ভুলিবে না;
প্রথম যা পেয়েছিলো ভাষা মোর রসনা-কলকে।

তারপর মরণ-লগনে
একাকী দাঁড়াতে হবে যবে তব প্রাসাদ-অঙ্গনে,
ধরণীতে যত গান গেয়েছিনু, সে-সবার স্মৃতি
নিঃশেষে উজাড় করি' ঢেলে দেবো তোমার চরণে।
কহিবো : 'ইহারি সাথে লহো মোর পরাণের প্রীতি,
হে দেবতা। যত দুঃখ আমারে দিয়েছো অহরহ,
সকলি এনেছি সাথে, লহো, তারে ফিরাইয়া লহো।
আনিয়াছি সাগরের অসীমতা, আকাশের আলো—
আর-কিছু নহে, হে বিধাতা।'

অপর্ণার শত্রু

কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে,
হাসিমুখে এসেছিলে কাছে।
দু'টি স্নিগ্ধ বাহুলতা প্রসারিত করি' মোর পানে
হাসিমুখে এসেছিলে কাছে,
সহসা ফিরায়ে মুখ ঈষৎ হাসিয়া
মৃদুকণ্ঠে কয়েছিলে, 'এসো, এসো'—
সহসা শিহরি' উঠি' মধুর লজ্জায়।
সুনীল বসন-প্রান্ত জড়ায়ে আঙুলে
কহিলে, 'বলো তো এলে কতদিন পরে?
কী নিষ্ঠুর তুমি।
দগ্ধ দিন ম'রে যায় পশ্চিমের রক্তিম চিতায়,
বকুল-শাখার ফাঁকে উঁকি দেয় সদ্যোজাত তারা,
সন্ধ্যা আসে মন্থর চরণে।
আমি ব'সে থাকি এই সোপানের' পরে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা।
পথ-পানে চেয়ে-চেয়ে ভাবি মনে-মনে,
ক্ষণে-ক্ষণে আসিছে সে মোর অভিমুখে,
হৃদয়ের আন্দোলনে শুনি তার মৃদু পদধ্বনি।
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হয়, ঝ'রে পড়ে বকুলের কলি
সুগন্ধে বিভ্রান্ত করি' তনু-মন।
সহসা দেখিতে পাই, তারকার তরু-শির-'পরে
কৃষ্ণা-সপ্তমীর শশী দেখা দেছে।
"তাহ'লে আজিকে আর এলো না সে।"—এই কথা কহি মনে-মনে,—
অলস নিঃশ্বাসে মোর ঝ'রে পড়ে বকুলের কলি,
কেঁপে ওঠে পাতা।
তারপর শ্রান্তমনে উঠে যাই—

হৃদয়ের আন্দোলনে তবু শুনি পদধ্বনি তার।
এমনি করিয়া মোর সন্ধ্যা কাটে রোজ,
এমনি করিয়া ব্যথা জ'মে ওঠে বুকে।'
সহসা থামিয়া মোর খুব কাছে আসি'
হাসিয়া চাহিলে মোর মুখে।
হাসি সে ভাঙিয়া গেলো সহস্র রঙিন ফুলে-ফুলে—
ফুটিলো রঙিন ফুল কণ্ঠে আর কোমল কপোলে,
ললাটে, চিবুকে, রাঙা আঙুলের কোণে।
একটু আদর বুঝি করেছিলে আশা,
আমি দিতে পারিনি তা।
তোমারে কী দেবো আমি?   ভেবে হাসি পায়—
তোমাকেও দেয়া যায় কিছু।
তবুও হয়-তো কিছু করেছিলে আশা,
একটু স্নেহের স্পর্শ, কিম্বা দু'টি কথা
অর্দ্ধস্ফুট, অর্থহীন।
আমি ছিনু মূর্তি-সম নিঃস্পন্দ, নিথর—
শুধু মোর আঁখি-তারা হেসেছিলো।

কয়েছিলে: 'এসো, এসো, কাছে এসো, আরো কাছে এসো—
এইখানে বোসো মোর পাশে।
প্রতি রাত্রে ক্লান্ত মনে ফিরে আসি—
বুকে বাজে ব্যথা, আর চোখে আসে জল।

আকাশের তারা গুনি নিঃসঙ্গ শয্যায় শুযে-শুয়ে।
তারপর উষা যবে আসন্নসম্ভবা—
দুই চোখ ভ'রে আসে ঘুম।
তখন স্বপনে—থাক্‌ সে-কথা এখন।
স্বপনে যাহারে পাই প্রতি রাত্রে,
তাহারে পেযেছি বুকে আজ সন্ধ্যাবেলা—
এসো, এসো বুকে, প্রিয়তম।
এত কথা বোঝো তুমি, এই কথা বোঝো না, নিষ্ঠুর,
তোমারি লাগিযা মোর হিযা যে উতলা হ'যে ওঠে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা ?
আপনার সুখসঙ্গ সহিতে যে পারি নাকো আর।
কত যুগ পরে এলে। এসো, এসো—
প্রিযতম, আরো কাছে এসো।'...
আরো কত কথা কযেছিলে। ভাষাহীন শুনেছিনু সব,
তার সাথে শুনেছিনু হৃদয়ের স্পন্দন তোমার,
তোমার বুকের 'পরে কান পাতি'।
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিযেছিনু ভবনে তোমার।

* * *

অপর্ণা, আমারে তুমি ভালোবাসো বুঝি।
ভালোবাসো, আর ভাবো মনে,
আমিও তোমারে ভালোবাসি।

তাই মোরে জড়াইয়া বাহু-লতিকায়
কয়েছিলে এত কথা মৃদুভাষে—
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে।
ওগো মুগ্ধা, আজো মোরে পারিলে না চিনিতে কি তুমি?
আমি যে পরম শত্রু তব।
যত শত্রু আছে তব—ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, মৃত্যু-শোক,
মোর মতো কেহ নহে নীরব, নিষ্ঠুর,
মোর মতো ছদ্মবেশে আসে নাকো কেহ,
কেহ নয় মোর মতো হিংস্র, ক্ষমাহীন।
এত কথা বোঝো তুমি, অপর্ণা, বোঝোনি এই কথা,
আমি চির-শত্রু যে তোমার।
যতদিন আছো তুমি, আর আছি আমি,
যতদিন সূর্য্য নাহি নিবে যায়,
কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ খ'সে নাহি পড়ে—
ততদিন তোমা লাগি' মুক্তি নাই আর,
ততদিন মোর তরে নাহিকো বিশ্রাম।
জীবনের প্রতিদিন প্রতিক্ষণে, প্রতিটি নিমেষে
অদৃশ্য ছায়ার মতো র'বো আমি তব সাথে-সাথে।
যখন রহিবে মোর পথ-পানে চাহি'
অদেহী প্রেতের মতো আসিয়া বসিবো তব পাশে,
ফেলিবো তোমার মুখে তুষার-নিঃশ্বাস।
ঈষৎ চমকি' উঠি' চাহিবে ফিরিয়া,
দেখিতে পাবে না মোরে।
নিষ্ঠুর আনন্দে আমি শিহরিবো উগ্র অট্টহাসে,
ভাবিবে, শুনিছো বুঝি পদধ্বনি মোর
তোমার বুকের মাঝে।

অপর্ণার শত্রু

হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে-ক্ষণে করিবো শোষণ
কারাহীন বুভুক্ষু অধরে।
অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত অন্ধকার হ'তে
শত-শত অমঙ্গল-বীজ বহি' আনি'
সঞ্চারিয়া দিব তব বসন্ত-ভুবনে।
ফুল তব ভস্ম হবে, শীর্ণ হবে শস্যের সম্ভার,
তোমার আনন্দ-সুরা বিষ হ'য়ে যাবে মোর তিক্ত অক্ষিপাতে।
তিলে-তিলে আমি তব মৃত্যু হবো,
নিঃশেষ করিবো তোমা নির্মম আশ্লেষ-নিপীড়নে—
শীতান্তে বসন্তে যথা দীর্ঘ-উপবাসী অজগর
চূর্ণ-চূর্ণ করি' ফেলে অরণ্যের ভীরু হরিণীরে
ক্ষুধিত বেষ্টনে।
আমি তব জীবনের একমাত্র ক্রূর অভিশাপ,
তোমার জন্মের কালে মোর নাম লিখেছিলো বিধি
ললাটে তোমার।
যতদিন তুমি আছো, আর আছি আমি,
আমি আছি তব সাথে-সাথে—
অপর্ণা, একান্তে আমি শত্রু যে তোমার।
তবু তুমি চেয়ে থাকো মোর পথ-পানে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা—
তবু তুমি হাসিমুখে এসেছিলে কাছে,
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে।

তোমার জীবনে আমি সর্বব্যাপী, গূঢ় অভিশাপ
তোমার বিবাহ-রাত্রে শুভদৃষ্টি-কালে
অর্ধ-উন্মীলিত নেত্রে চাহি' নব প্রিয়তম-পানে
হেরিবে আমারি আঁখি।
রাখিয়া-শিথিল হাত কার হাতে—মন্ত্রমুখরিত সভাতলে
লভিবে আমার স্পর্শ।
তোমাদের শয্যা-'পরে যত ফুল ছড়াবে যতনে,
ফুটিবো তোমার গায়ে তারি মাঝে কাঁটা হ'য়ে আমি।
যুগল-শয়ন-'পরে তপ্ত তব রক্তের আগ্রহে
গাঢ়তম স্পর্শ-লোভে বাড়াইয়া বাহু
হিমস্পর্শ লভিবে আমার
মৃত্যুর চুম্বন-সম।
আকাশের অন্তরালে অনাগত যারা
নামিবে কামনা হ'য়ে বক্ষোমাঝে তব
নব-জন্ম-লাভ-আশে—
তাদেরে করিবো হত্যা অকাতরে।
তব বন্ধ্যা জীবনের নিরানন্দ দারিদ্র্য হেরিয়া
হাসিবো পরমসুখে আপনার মনে।
তোমার উৎসব-রাত্রে দীপদীপ্ত, প্রফুল্ল অজনে
হেরি' মোর মৃত্যু-ম্লান, বিষণ্ণ বয়ান
শুকাইবে অধরের হাসি
স্নেহ-ঘেরা শান্ত গৃহ তব
মোর কৃষ্ণ ছায়া-পাতে হ'বে যাবে কর্কশ, কঠিন। ··
অপর্ণা, তোমার আর মুক্তি নাই, মোর আর নাহিকো বিশ্রাম,
যতদিন পৃথিবীতে আছো তুমি, আর আছি আমি,
যতদিন সূর্য নাহি নিবে যায়,

অপর্ণার শত্রু

অদেহী ছায়ার মতো ততদিন আছি তব সাথে,
আছি তব মরমের মাঝে,
আছি তব অন্তরের গাঢ় অন্ধকারে ,
মোরে ছেড়ে কোথা যাবে তুমি ?
অপর্ণা, একান্ত আমি শত্রু যে তোমার।

এ-কথা জানিতে যদি, তবে আর হাসিমুখে আসিতে না কাছে
কহিতে না মৃদুভাষে কত স্নিগ্ধ কথা,
বাঁধিতে না মোরে আর ব্যগ্র বাহুডোরে,
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু ভবনে তোমার।

মোহমুক্ত

দেখিলাম, থাকে না কিছুই।

হাওয়ায় হারায়ে যায় সুগন্ধি নিঃশ্বাস আর কেশ-গন্ধ-ভার,

অন্তহীন অন্ধকার শুষে লয় ক্ষণচ্ছটা অক্ষি-তারকার।

উচ্ছৃঙ্খল কলরোলে চকিতে মিলায়ে যায় অর্ধ-স্ফুট বাণীর শিহর,

ঘন অরণ্যের মর্মে অলক্ষিতে ম'রে যায় ভীরু বন-লতার মর্মর।

বুঝিলাম, কিছু সত্য নয়।

প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎ-পত্রে প্রেমের স্বাক্ষর—

জলের চিহ্নের মতো সব ধুয়ে-মুছে যায় একদণ্ড পর।

মধ্যরাত্রে শয্যাপ্রান্তে যত সাশ্রু প্রার্থনার সুন্দর বেদনা—

বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহা আনে না শান্তির স্পর্শ, শীতল সান্ত্বনা।

যত উচ্ছ্বসিত কান্না আকুলিয়া ভেঙে দেয় নয়নের কূল—

তাহাও শুকায়ে যায়, মনে হয়, তা-ও যেন ভুল।

যে-প্রেম ফুলের মতো গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়—

স্পর্শমাত্রে ঝ'রে প'ড়ে যায়।

যে-স্বপ্ন মেঘের মতো মনের নয়ন-'পরে গাঢ় নীলাঞ্জন দেয় মেখে,

মৃত্তিকার মলিনতা দৃষ্টি থেকে নিত্য রাখে ঢেকে,

উন্মাদ ঝটিকা এসে ছিঁড়ে ফেলে' দেয় তারে শতখণ্ড ক'রে

স্বপ্ন-সৌধ খ'সে ধ্ব'সে পড়ে।

যে-ব্যাথা জড়ায়ে থাকে সর্ব-অঙ্গে, সর্ব-প্রাণে-মনে,

যাহারে রাখিতে হয় নিতান্ত গোপনে

কুমারীর প্রেমের মতন,—

তাহাও ফুরায়ে আসে, তা-ও ছেড়ে চ'লে যায় মনের অঙ্গন।

দেখিলাম, থাকে না কিছুই:

তোমরা যাহাই বলো, আমি জানি কিছুই থাকে না,

পলকে শুকায়ে যায়—সবি যেন সাবানের ফেনা,

মোহমুক্ত

রঙিন বুদ্বুদ উঠি ক্ষণিকে ভাঙিয়া পড়ে, চকিতে মিলায়—
হাতে ধ'রে রাখা নাহি যায়।
২ মান-অভিমান—সব মিথ্যা, সকলি ছলনা,
স্মৃতির সঞ্চয়-সাধ শুষ্ক প্রবঞ্চনা।
আকাশে ফোটে না ফুল, ফসল ফলে না কভু বন্ধ্যা সিন্ধুনীরে,
নিরাশ্রয় স্মৃতি-লতা কভু বেঁচে নাহি র'বে বাতাসেরে ঘিরে।
দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
স্বপন ভাঙিয়া যায়, অশ্রুজল—তাহাও শুকায়,
বেদনারো মৃত্যু আছে, তপস্তাব বহ্নি নিবে যায়
নিষ্ঠুর বাত্যায়।

শুধু থাকে অমর কামনা।
যত কলঙ্কের দাগ—পাষাণে লেখার মতো সব লেগে থাকে,
পঙ্কের কলুষ-অঙ্ক—ধুয়ে নাহি ফেলা যায় তাকে।
চুম্বনের তিক্ত বিষ সঞ্চিত করিয়া রাখে অধরের ফণা,
ফেনিল রক্তের স্রোতে নিয়ত আলোড়ি' ওঠে গূঢ় উন্মাদনা,
আশ্লেষ-আবেশ-তৃষ্ণা, উষ্ণতনু-আস্বাদনে আনন্দ-আশ্বাস
প্রতি নগ্ন রোমকূপে নিরন্তর তোলে কী উচ্ছ্বাস।
স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ কনিষ্ঠার ক্ষীণ প্রান্তভাগে
মদির-শিহর-সুখে ক্ষণে-ক্ষণে জাগে।
একমাত্র কামনা অমর,—
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা,
স্বপ্ন সে ভাঙিয়া যায়, ভুল হ'য়ে যায় ভালোবাসা—
দূর তারকার তরে দুর্বহ দুরাশা।

তাই আজ মুক্তকণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরা-সম ফেলেছি উদ্গারি'।
নাহিকো সংশয় আর,—এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী—তোমার কী দাম।
কবির কল্পনা নহ, চিরন্তন অশ্লীলতা তুমি বিধাতার,
অনঙ্গ-বিহার-ভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত্য কামনার।
আর-কিছু চাহি নাকো,—জানি, জানি, তব চক্ষে নাহি স্বর্গজ্যোতি—
তপ্ততনু নিঙাড়িয়া পবিতৃপ্তি ঢেলে দাও, হে জন্ম-অসতী।

কারো তরে স্নেহ নাই, সকলেরি 'পরে মোর লোভ,
সবারে ডাকিবো কাছে, কারো তরে করিবো না ক্ষোভ।
যদি কেহ না-ই আসে, অবহেলি' দূরে স'রে যায়—
করিবো না দণ্ড ক্ষয় তার লাগি' কাঁদিয়া বৃথায়।
যাহারা আসিবে কাছে, অনায়াসে বুকে ল'বো তুলে,
আছাড়ি' পড়িবো বেগে খরধার দেহ-উপকূলে :—
তারপর হেসে-হেসে নিঃশেষিত দেহপাত্র তার—বহুদূরে
পদাঘাতে ফেলে' দেবো ছুঁড়ে।
একেরে চাহি না তাই, এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহ-মদ্য পান করি'।
আনিবো না আর-কিছু, শুধু আনো প্রস্ফুট যৌবন,
মলিন গোলাপ-সম গাত্রবর্ণ উদ্ভাসিয়া উঠেছে বসন।
মসৃণ, চিক্কণ ত্বক্‌, ওষ্ঠাধরে প্রবল উত্তাপ,
পদ-তলে মদ্যগন্ধ, বাহু-ডোরে মদির প্রলাপ।

মোহমুক্ত

আর-কিছু চাহি না, সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডুষে লইবো পান করি'।
আর-কিছু নাহিকো তোমার ,—
দেহের সৌন্দর্য শুধু , তা-ই দাও—হলাহল ঢালো অনিবার।
ক্ষণিকের উত্তেজনা—সেই জীর্ণ, পুরাতন চুম্বন-আশ্লেষ—
তা-ই, তা-ই দাও মোরে, আপনারে করিয়া নিঃশেষ।
জানি, তব আর-কিছু নাই ,
শরীর সর্বস্ব তব—দাও তবে, দাও মোরে তা-ই—
বুঝিয়াছি, কিছুই থাকে না।

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত
কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো,
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।
সিন্ধু-গর্ভে ফোটে যত আশ্চর্য কুসুম
তার মতো তব মুখ, তার পানে তাকাবার ছল
খুঁজে নাহি পাই।
মনে করি, কথা ক'বো : আকুলিবিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘূর্নিতে
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখ-পানে,
পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই।

প্রেমিকা

দূর থেকে দেখে তাই ফিরে যাই , (যদি কাছে আসি,
তব রূপ অটুট র'বে কি ?)
ফিরে চ'লে যাই ।
দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব—
রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা
টিপ্ টাপ্ শিশিরের ঝরাটুকু
যেমন নীরবে ভালোবাসে ।

মোরে প্রেম দিতে চাও ? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন
তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে ?
আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয় ।
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই , সে-ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন—
যতক্ষণ সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার ।
সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে ।
সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে , রহিবে না আর
রং-এর অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল ।

বন্দীর বন্দনা

বরং প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো :
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
তবু মুগ্ধ হবো।
না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
আমিই বেসেছি।
সে-কথা তোমার কানে নানা সুরে জপিতে চাহি না ,—
আমার সে ভালোবাসা—তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে।

তবু ধরা যাক্।
ধরা যাক্, তুমি মোরে স্থাপিয়াছো হৃদয়ের মণির আসনে,
তুমি—আমি—দু'জনেরি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
তুমি মোরে ভালোবাসো।
সেই অনুসারে মোরা চলিফিরি, কথা কই, হাতে হাত রাখি ,
লাল হ'য়ে ওঠো তুমি—অনেক লোকের মাঝে চোখে চোখ পড়ে যদি কভু,
লাল হ'যে উঠি আমি—পাশের লোকের মুখে তব নাম শুনি কভু যদি ,
আমার মুখের 'পরে চুলগুলি আকুলিয়া দাও—
সেই গন্ধে রোমাঞ্চিয়া ওঠে বসুন্ধরা।

আরো কহিবো কি ?
ননীর শরীর তব যেমন বেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,

তেমনি তোমার প্রেম কোন্ প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি।
মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি' দাও সুন্দর লজ্জায়,
জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো-এক রাতে ;—
(তখন কোথায় আমি ?)
যে-শঙ্কার শিহরণ তব দেহ-লাবণ্যেরে মোর কাছে করেছে মধুর,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর। মধুর।)
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'।
অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ-তরে
যে-উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে-আমারে ,—
আমাদের মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে-ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে ,—
তব কোলে মাথা রেখে চুলগুলি নিয়ে যবে আঙুলে জড়াই,
তখন যে-বেদনায় হেরি তোমা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ,
যে-বেদনা এই প্রেমে করেছে মহান্,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মহান্। মহান্।)
জানি, তুমি ভুলে যাবে সে-উৎকণ্ঠা, সে-বেদনা, সেই ভালোবাসা
প্রথম শিশুর জন্মদিনে।
তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত—
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,

যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ—উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।
আমারে করিতে মুগ্ধ যে-সুস্নিগ্ধ সুষমায় আপনারে সাজাতে সর্বদা,
তোমার যে-সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি (তোমারে তো নয়।),
জানি, তা ফেলিয়া দেবে অঙ্গ হ'তে টেনে—
কারণ, তখন তব জীবনের ছাঁচ
চির-তরে গড়া হ'য়ে গেছে,
কিছুতেই হবে নাকে তার আর কোনো ব্যতিক্রম।
সুন্দর না হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোনো ক্ষতি, ক্ষয় নাহি হয়,
সুন্দর হ'বার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

সব আমি জানি, তব—তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।
জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন র'বে মোর প্রিয়া।
সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর ,
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণ-তরে আজিকার উজ্জল আলোতে,
প্রেমের আঘাতে মোর—
তারি মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা।
তাই সেই শোভা পান করি—

প্রেমিক

আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে
সেই শোভা পান করি।
তোমার বাদামি চোখ—চকচকে, হালকা, চটুল
তাই ভালোবাসি।
তোমার লালচে চুল,—এলোমেলো, শুকনো নরম
তাই ভালোবাসি।
সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,
নিজেরে হারায়ে ফেলি সেই চোখে, সেই চুলে—লালচে-বাদামি,
নিজেরে ভুলিয়া যাই, আমারে হারাই—
তাই ভালোবাসি।

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব,
(ওগো কঙ্কাবতী।)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
(ওগো কঙ্কাবতী।)
ওগো কঙ্কাবতী।

সনেটগুচ্ছ

প্রেম ও প্রাণ

১

দরিদ্র বালক যথা অভিনয়-ভবন-দুয়ারে—
এ-চরণ রাজ-পথে, অন্ত পদ মর্মর-সোপানে—
বাসনা-বিষণ্ণ-দৃষ্টি মেলি' দিয়া রম্য-হর্ম্য-পানে
নিঃশব্দ নিঃশ্বাস-পাতে নিন্দে নিজ বিত্তহীনতারে :
প্রহর অতীত হয় , প্রেক্ষাগৃহ মগ্ন অন্ধকারে ,
রঙ্গমঞ্চে জলে আলো, মূর্ছে বায়ু কাব্যে আর গানে—
উৎসুক শ্রবণ-পথে সেই সুর পশে তার প্রাণে
স্বপ্নের আলাপ-সম। জাগে মন আনন্দ-জোয়ারে :-

তেমনি আমিও, প্রেম, শুধু তব ঈষৎ আভাস
লভিয়াছি এ-জীবনে ,—অঙ্গুলি-পরশ একবার।
তবু পৃথ্বী পদাপন্না, অঙ্গুরীয়-সম মহাকাশ।
সবিস্ময়ে ভাবি মনে : ক্ষীণতম সঙ্কেতে যাহার
ক্ষণে-ক্ষণে জন্ম-মৃত্যু, অশ্রু-জলে-অম্বুধি-উচ্ছ্বাস—
সম্পূর্ণ প্রকাশ তার না জানি কী আশ্চর্য্য অপার।

২

যবে এসেছিলে, প্রেম, তোমারে তো জানিনি তখন :
কাব্যে আর স্বপ্নে শুধু পড়েছিনু চরিত তোমার,
শুনেছিনু তব নাম নর-নারী-মুখে বারংবার—
বিরূপ বিদ্রূপ কভু, কভু তৃষ্ণা, কখনো তর্পণ।

বন্দীর বন্দনা

তব অভ্যর্থনা-তরে করি নাই মঙ্গলাচরণ,
অগোচরে এসেছিলে, লভি নাই শুভ সমাচার,
ছদ্মবেশী সম্রাটের শিখিনি করিতে নমস্কার ,—
যবে চিনিলাম তোমা, তুমি চ'লে গিয়েছো, রাজন্ ।

দীর্ঘ বিরহের পরে শিশু-পুত্রে দেখিয়া যুবক
প্রথম-বিস্মিতা মাতা, পরক্ষণে লজ্জা পরিহরি'
সন্তানেরে বক্ষে বাঁধি' লভে যেই উদ্দাম পুলক :
আমি সে-আনন্দে, প্রেম, জীবনের দিবা-বিভাবরী
তোমারে করেছি ধ্যান একদৃষ্টি, নেত্র নিষ্পলক ,
তোমারে চিনেছি আজ , মহারাজ, এসো দয়া করি' ।

৩

তখন জীবনে মোর অভ্র-শুভ্র নির্মল কৈশোর—
যে-কুসুম ফোটে নাই, তারি মতো ব্রীড়ায় ব্যাকুল ,
কুমারী-হৃদয় মোর জন্ম-লব্ধ লজ্জার দুকূল
উন্মোচন করে নাই , আসে নাই বিত্ত-মুগ্ধ চোর ।
উষসীর অরুণাভা—দৃষ্টি-ভরা মদিরার ঘোর,
সহস্র গোলাপ-গুচ্ছ বাঁধিযাছে আকাশের কূল ,
প্রথম জীবনে মোর সে প্রথম, মনোরম ভুল—
প্রতি পদক্ষেপে যেন পদ্ম ফোটে—সুরভি-বিভোর ।

ইন্দ্রধনু বাসা যার, দেখিবে সে কভু পৃথিবীরে ?
শিখীর পালকে যার বিরচিত দেহ-আচ্ছাদন
সে-কভু প্রবেশ করে দিগম্বর শিবের শিবিরে ?

যে-সুন্দর দেবদূত অলকার চন্দ্রিকা-চন্দন
অঙ্গে মাখি' নামিয়াছে ধরণীর খনির তিমিরে—
মৃত্তিকা-মলিন-মণি পারিবে সে করিতে গ্রহণ ?

৪

সূর্যাস্ত-সুবর্ণ-স্রোতে ডুবিয়াছে যাহার নয়ন,
সে কখনো দেখিবে কি সন্ধ্যাতারা—ভীরু অশ্রুকণা ?
দেখিবে কি পূর্বাকাশে রক্ত-মেঘ-বাসব-রচনা ?
শ্যামচ্ছায়া মেখলার দেখিবে নিঃশব্দ নিঃসরণ ?
আকাশে রচিয়া চক্র পাখিরা যে ফিরেছে কখন—
সে কি তাহা দেখিয়াছে ? নব-বধূ-অন্তর-বাসনা—
সে কি তাহা জানিয়াছে ? তার দৃষ্টি করেছে বন্দনা
প্রফুল্ল-প্রদীপ-দীপ্ত, পীত-রক্ত সুখ-বাতায়ন ?

তেমনি আমারো প্রাণ ডুবে ছিলো স্বপন-গঙ্গায় ,
তুমি এসেছিলে, প্রেম, তবু তোমা চিনিতে পারিনি ,
দেখেছিনু আপনারে তব স্বচ্ছ দর্পণচ্ছায়ায় ।
স্ফুটোন্মুখ যৌবনের নবীন-লাবণ্য-উন্মেষিনী
বরাঙ্গিনী দেবী-রূপে দেখেছিনু প্রথমা প্রিয়ায় ,—
মরিলো সে মোর অঙ্কে , তবু তারে আজো নাহি চিনি ।

৫

সদ্য-সুপ্তোত্থিত জন দেখে যদি গাঢ় চক্ষু মেলি'
অপরূপ রাজকন্যা ব'সে আছে তার শয্যা-'পরে ,—

গুণ্ঠনে নয়ন ঢাকা, হাসি-রেখা ভাসিছে অধরে,
চীনাংশুক উদ্ভাসিয়া স্মিত অংসে ফুটেছে চামেলি :
তখনো তো নেত্র হ'তে নামে নাই নিদ্রার কুহেলি—
(ভরেছে অস্ফুট ঊষা শয্যাগৃহ রূপালি-ধূসরে,
রজনীর স্বপ্নগুলি জাগরণ-স্মরণে সঞ্চরে)
সেই রূপ অক্ষিপাতে ক্ষণ-তরে যাবে শুধু খেলি' ।

শৈশবের নিদ্রা ভাঙে, আগন্তুক, উৎসুক, যৌবন ,
মধ্য-পথে ক্ষণস্থায়ী ঝিকিমিকি-কৈশোর-গোধূলি ,
আমি সেই সেতুমঞ্চে , তটান্তরে তোমার ভবন ।
সম্মুখে আসিযাছিলে , নিদ্রালস, শ্লথ চক্ষু তুলি'
তোমারে কি দেখেছিনু ? অথবা সে আমারি জীবন—
ভূমি-গর্ভ-অবরুদ্ধ শিকড়ের আকুলিবিকুলি ?

৬

দারিদ্র্যের রৌদ্রাতপে বাড়িযাছে জীবন যাহার,
যে শুধু চিনেছে মাটি, সেই মূঢ়, বর্বর রমণী
সহসা কুড়ায়ে যদি পায় স্বচ্ছ পদ্মরাগমণি—
দুর্লভ গৌরবে কভু পারিবে সে দিতে মূল্য তার ?
কঙ্কালের অস্থিখণ্ডে রচেছে যে অঙ্গ-অলঙ্কার,
তার কাছে অর্থহীন রাশীকৃত মণির বিপণী ,—
রসনায় স্পর্শ করি' ছুঁড়ে ফেলে দিবে সে তখনি,
লুটাইবে ভস্ম-স্তূপে বিরল সে জ্যোতির ভাণ্ডার ।

আমিও চিনিনি তোমা, করেছিনু তাই অবহেলা,
তুমি এসেছিলে, প্রেম, দেখিতে পারিনি তব মুখ—
যজ্ঞের বেদীতে ব'সে করেছিনু মূর্তি ল'য়ে খেলা।
অযাচিত বর তব—আশ্চর্য দুঃখের মতো সুখ,
মৃত্যুর যন্ত্রণাময় অন্তহীন মাধুরীর মেলা—
তাদের চিতার 'পরে বিস্মৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক।

৭

ইন্দ্রধনু ভেঙে গেছে, শুকায়েছে স্বপনের নদী—
(ধূলায় হয়েছে ধূলি রক্ত-পীত-হরিতের কণা,
স্রোতনিম্নে পঙ্কশয্যা—লজ্জাহীন, নগ্ন আবর্জনা।)
মাটিতে আমার বাসা, আশা মোর মৃত্যুর জলধি।
কৈশোরের শ্বেত সেতু চূর্ণ হ'য়ে গেছে যে-অবধি,
হানিয়াছে মোর মুখে কশাঘাত কর্কশ কামনা,
কর্দমে হৃদয়-পদ্ম সহিয়াছে চরম লাঞ্ছনা—
ঝরিয়া মরিয়া যাবে, তুমি তারে না বাঁচাও যদি।

এই তো হয়েছে ভালো। জানিয়াছি, যাহা জানা যায়:
তার তরে নহে প্রেম, যে-বালক তুষার-বসনে
অজ্ঞান-বালিশে শুয়ে কৌমার্যের আঁধারে ঘুমায়।
নিষিদ্ধ সে-রক্ত-ফল স্বাদিয়াছি নিগূঢ় দংশনে—
তিক্ত তীব্র উগ্র মধু। তার সঙ্গে নেমেছি ধূলায়,
মিথ্যা স্বর্গ হ'তে এই অপবিত্র ধরিত্রী-অঙ্গনে।

৮

অপবিত্র—কিন্তু সত্য। পৃথিবীর বুকে কান রেখে
অনুভব করিয়াছি জীবনের জ্বালা-ভরা জ্বর,
তার মত্ত হৃৎপিণ্ড-নৃত্য-তালে দণ্ড ও প্রহর
ঘণ্টার শব্দের মতো ধ্বনিছে, মরিছে একে-একে।
সে-আবেগ মোর রক্তে, সে-উত্তাপ মোর অঙ্গে মেখে,
অস্থির উল্কার মতো আলোড়িয়া আলোর লহর,
শাণিত ছুরির মতো ছিঁড়ে ফেলে' উলঙ্গ অম্বর—
আসিযাছি তারাদের—অসহ্য স্বর্গের মুখ দেখে।

মৃত অঙ্গারের মতো তারপর ঝরেছি ধরায়,
ভেসেছি নদীর জলে, করিয়াছি শ্মশানে বিশ্রাম—
প্রেত-দল মোর তরে শীর্ণ বাহু সাগ্রহে বাড়ায়।
আমিও হয়েছি প্রেত, ভুলে' গেছি আপনার নাম,
চিতার ধূমের মেঘে অট্টহাসি-বিদ্যুৎ-বিভায়
তোমারে দেখেছি, প্রেম, করিয়াছি তোমারে প্রণাম।

৯

যে-চন্দ্রে কলঙ্ক নাই, সে কখনো মুগ্ধ করে চোখ?
যে-জীবন চিরদিন গ্লানিহীন, মসৃণ, শ্রীমান—
যে-জীবন জানে নাই আপনার সঙ্গে অভিমান—
যে-জীবন বারম্বার পরে নাই নবীন নির্মোক—
তুমি তার তরে নহ। পরিতৃপ্তি-প্রশান্ত-আলোক
নিত্য-মণি-দীপ-সম উজলে যে-শয়ন শিথান—

পরম প্রসাদে স্নিগ্ধ সে-প্রাসাদে নাই তব স্থান—
সে-হৃদয় নহে তব, নাহি যেথা আত্মহত্যা-শোক।

ওগো প্রেম, মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা।
মনীষায় লভ্য জ্ঞান—তুমি তার চরম সীমানা,
তপস্যা-অভীষ্ট তুমি, ধ্যান-লব্ধ অমৃত-বারতা:
তুমি এই জীবনের। এ-জীবন যাহার অজানা,
যে-কভু করেনি ভোগ পৃথিবীর সুমহান্ ব্যথা—
কেমনে জানিবে, বলো, সে-দুর্ভাগ্য তোমার ঠিকানা?

১০

তুমি এই জীবনের—তবু তুমি জীবন-অধিক।
নিদ্রার সমুদ্র-ঘেরা জীবনের বেদনার চর—
বালুতে ফেলিয়া যাও লক্ষ-লক্ষ চরণ-স্বাক্ষর,
সে-চিহ্নে আঁকিয়া যাও আমাদের প্রাণের প্রতীক।
তুমি সেথা নিত্যালোক—যেথা সব ক্ষণিক, অলীক,
মৃত্যুর গুহায় যারা আবিষ্কার করেছে ঈশ্বর,
যাদের ভঙ্গুর প্রাণ আশা-মূলে দুর্ভর-নির্ভর—
তাদের মিথ্যার মঞ্চে তুমি সত্য—নিত্য-নির্নিমিষ।

মানুষ মাংসের পিণ্ড, পঙ্ক-ভাণ্ড, প্রবৃত্তির স্তূপ,
তুমি এসে যতক্ষণ সচকিয়া নাহি যাও তারে,—
তোমার সুরার স্পর্শে ফোটে তার স্ফটিকের রূপ।
সে-সুরা উচ্ছ্বসি' ওঠে প্রাণ-পাত্র ছাপি' চারিধারে,
ফেনময় উন্মাদনা—অপচয় ঝরে অপরূপ,
অমূল্য বাহুল্যে সেই রচি মোরা স্বর্গের সুধারে।

বিজয়িনী

একদা গোধুলি-লগ্নে বহেছিলো বসন্ত-বাতাস,
স্নেহলিপ্ত ওষ্ঠ তব ছুঁয়েছিলো বিক্ষিপ্ত অলক ,
নয়নে কাজল পরি', চরণে মাখিয়া অলক্তক
আমার মুখের 'পরে ফেলেছিলে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
সেই ক্ষণে অলক্ষিতে রক্তাশোকে বাঁধিয়া আবাস
মোদেরে হেরিয়াছিলো মদন পুলকে অপলক,
কৌতুকে কিংশুক ফুলে রচি' তার সুতীক্ষ্ণ সায়ক
নিক্ষেপিয়া মোরে লক্ষ্যি'—চলি' গেলো প্রশান্ত, উদাস।

বিঁধিলো আমার বুকে তীক্ষ্ণ তীর , অসহ্য ব্যথার
আনন্দে রক্তের মাঝে বাজিলো উদ্দাম রিনিঝিনি,
চাহিয়া তোমার পানে সহসা করিনু আবিষ্কার—
আজ হ'তে প্রাণ মোর তব আঁখি-পল্লব-কাজল,
চরণের অলক্তকে ফোটে মোর মৃত্যু-শতদল।
কন্দর্প হাসিলো সুখে , তুমি, প্রিয়া, হ'লে বিজয়িনী।

পরাজিত।

বসন্তের অবসানে নব ঘন ছেয়েছে গগন,
শান্ত শ্যাম অন্ধকারে বসুন্ধরা উঠিছে শিহরি',
দুরন্ত পবন-স্বনে নিরন্তর শ্বসিছে শর্বরী—
আমি ব'সে আছি একা মুক্ত করি' ক্ষুদ্র বাতায়ন।

পরাজিতা

আজ তুমি বিরহিণী। আজি তব আঁখির অঞ্জন
মুছে গেছে দৃষ্টি হ'তে। আসে নাই মরণের তরী
তবু মোরে নিযে যেতে গোধূলির আবিরে আবরি'—
তমো-অন্ধ নিশি জাগি' আজো রচি সোনার স্বপন।

মদনের তীক্ষ্ণ তীরে আজ আর জ্বালা নাই, সখি,
বাদল-আঁধারে তাই জ্বলে মোর স্বপ্ন-দীপান্বিতা,
প্রাণ-পাত্রে টলমল মত্ত-মাঝে নিয়ত নিরখি
তোমার কাজল আঁখি, তোমার চরণ-রক্ত-রাগ,
আমার বুকের মাঝে নিঃশ্বসিছে তোমার সোহাগ—
লজ্জিত বসন্তসখা, তুমি, সখি, আজি পরাজিতা।

৺কোনো অভিনেত্রীর প্রতি

১

কেবলি কি অভিনয়? তার বেশি আর কিছু নহে?
নিশি-নিশি ছদ্মবেশে আপনার অস্থায়ী বিস্মৃতি?
তটিনীর চঞ্চলতা, নির্ঝরের হাস্যকলগীতি
এ কি শুধু চারুশিল্প, কারুকলা? প্রথম উদয়ে
হেরিলাম মুগ্ধনেত্রে যে-কুমারী কন্যার বিগ্রহে,
পেলবাঙ্গী, তনুমধ্যা, চক্ষে তার অপরূপ প্রীতি
ওষ্ঠে তার পুষ্পমধু। সকলি কি হীন অনুকৃতি?
যবনিকা-অন্তরালে সে-লাবণ্য কিছু নাহি রহে?

প্রতি পদক্ষেপে তব, কটাক্ষের বিভ্রম-বিলাসে,
হাস্যে, লাস্যে, কলোচ্ছ্বাসে যে আনন্দ করো বিকীরণ
দিনের আলোয় তাহা কখনো কি ফিরে নাহি আসে?
ক্ষণিকের উন্মাদনা—মর্মে বুঝি নয় চিরন্তন?
মধুর হাসিতে তব স্বচ্ছ যেই আলোক বিকাশে
মুকুরের নেত্রে, আহা, করে না তা অমৃত-ক্ষরণ?

২

কিম্বা বুঝি এই ভালো। নিশি-নিশি নব-নব বেশে
নব-নব মূর্তি ধরি' দেখা দিবে রস-উল্লাসিনী,
হৃদয়ের শিলা টুটি' বহিবে আনন্দ-মন্দাকিনী,
ব্যথার মলিন মেঘ হাসির হাওয়ায় যাবে ভেসে।

কোনো অভিনেত্রীর প্রতি

ভুলে যাবো তব নাম, কেবা তুমি—পুলক-আবেশে ;
বিধাতার সৃষ্টি নহ , কবির অন্তর-বিমোহিনী
কাব্যলক্ষ্মী রচিয়াছে চির-মনোমন্দিরনন্দিনী
জ্যোৎস্না আর স্বপ্ন দিয়ে তোমা । তাই কাছে এসে
মধ্যাহ্ন-আলোয় তোমা দেখিবার নাহি মোর সাধ ।
হয়তো টুটিবে স্বপ্ন, সুখস্বর্গ ভেঙে যাবে মোর ।
জানিবো না, এ জীবনে পেলে কিনা সুধার আস্বাদ,
মোরে যে পিয়ালে সুধা তারি গন্ধে হৃদয় বিভোর ।
নারী নহ, কাব্য তুমি , তোমা 'পরে কবির প্রসাদ ,
কবির কল্পনা-মোহে চক্ষে তব ঘনায়েছে ঘোর ।

বিবাহ

যাহারে স্মরণ করি' সিন্দুর দিতেছো শুভ্র ভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত 'পরে
নামে বর্ষণের মতো ? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গি-ভরে
তরঙ্গ তুলিযা যায খরস্রোতে, তীব্র, দ্রুত তালে ?
তুমি কি দেখেছো তারে অন্তরের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে-প্রহরে ?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড়-নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন রয়েছে আড়ালে।

অথবা লভেছো তারে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায
বাসনা-উত্তাপহীন, নিশ্চেতন সঙ্কীর্ণ সঙ্গমে ?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন আরামে মন্থণ ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি', হারায়ে ফেলেছো, উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায, তন্দ্রা-বিজড়িত জড়তায় ?

মোরা তার গান রচি

মোরা তার গান রচি—যে-জীবন প্রশস্ত. প্রচুর,
প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে ছুটিযাছে যুগে-যুগান্তরে,
মিশে আছে সোনা আর ধুলা যার সলিল-শীকরে,
যার স্রোতে ভেসে যায় পঙ্ক আর নক্ষত্র ভঙ্গুর।
অলস আবেশে মোরা জীবনের দেখিনি মধুর ,—
ললাটে ঝরিছে স্বেদ—তারি স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের বজ্র—তারি জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।

উন্মাদ, উদ্দামগতি ছুটে চলে জীবন-জাহ্নবী,
জীবন—রহস্য-ভরা, পৃথিবী সে ব্যথায় বিশাল।
আবর্তে হারায়ে যায় পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল।
মোদের প্রাণের মাঝে সেই প্রাণ, সে-প্রেরণা লভি'
মোরা রচিতেছি গান ,—মোরা সেই জীবনের কবি।
আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্য-ক্ষিপ্ত, রিক্ত মহাকাল।